২৭ এপ্রিল ২০২৫

আনন্দলোক



যশ-নুসরতের
খোলামেলা সাক্ষাৎকার

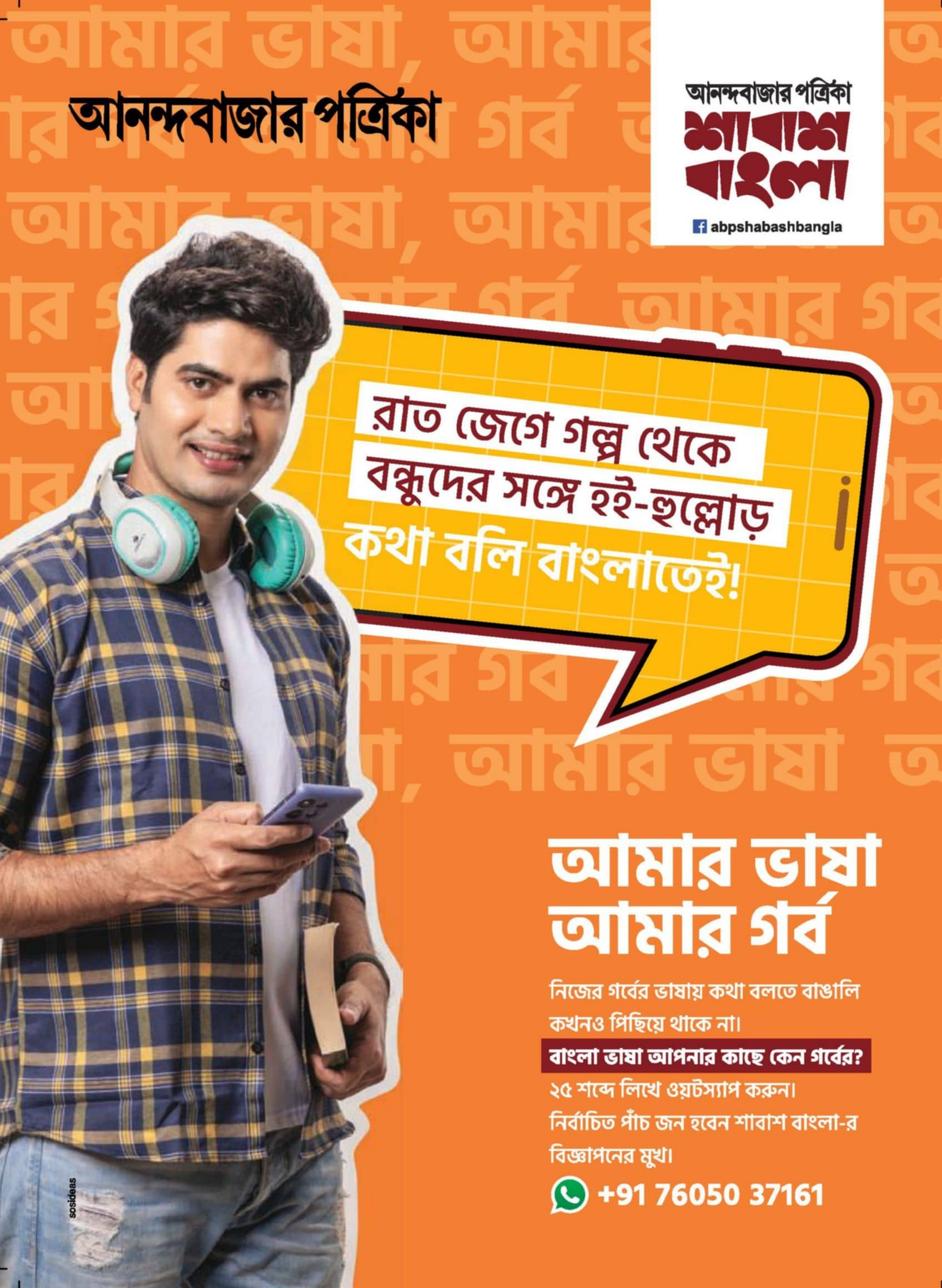
শর্মিলা, রাখী ও মৌসুমী...
বাংলা ছবিতে তিন কিংবদন্তি

সেন্সর বোর্ডে আটকে
একগুচ্ছ হিন্দি ছবি! কেন?

আত্মজীবনীতে
বিস্ফোরক সাবিত্রী

- উত্তমদা আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি কারও সংসার ভাঙতে চাইনি।
- উত্তমদা সুপ্রিয়ার জন্য ঘর ছাড়তে পারলেন, আমার জন্য নয়...
- খুব চেয়েছিলাম সংসার করতে, কিন্তু আমার ভাগ্যে জুটত শুধুই বিবাহিত পুরুষ!

আনন্দলোক-এর সামনে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তুলে ধরলেন নিজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনকথা


আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla
রাত জেগে গল্প থেকে
বন্ধুদের সঙ্গে হই-হুল্লোড়
কথা বলি বাংলাতেই!
আমার ভাষা আমার গর্ব
নিজের গর্বের ভাষায় কথা বলতে বাঙালি কখনও পিছিয়ে থাকে না।
বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?
২৫ শব্দে লিখে ওয়টস্যাপ করুন।
নির্বাচিত পাঁচ জন হবেন শাবাশ বাংলা-র বিজ্ঞাপনের মুখ।
+91 76050 37161
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৭ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল ২০২৫

কভার ড্রাইভ



তাঁর বরাবরের ইচ্ছে ছিল সংসার করবেন, বহু সন্তানের মা হবেন। জীবনসঙ্গীর জায়গায় কখনও রেখেছিলেন উত্তমকুমারকে, কখনও সর্বেন্দ্র সিংহকে। কিন্তু তিনি ছিলেন একা। আনন্দলোক-এ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়-এর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনীর প্রথম কিস্তি





সুর ও কথা

নেপথ্য কথা



জুম ইন

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 7th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ আনন্দ শাড়িতে রশ্মিকা মন্দানা

আনন্দ শাড়িতে সুন্দরীরা

আনন্দ শাড়িতে বলি অভিনেত্রীরা এক কথায় অনবদ্য। কিন্তু নতুন ছবি বা ফোটোশুট হলে, আরও বেশি ভাল লাগত। আশা করব আগামী দিনে স্টাইলোমিটারে অন্যরকম কিছু দেখতে পাব।

শর্বরী ভৌমিক, যাদবপুর



মন ছুঁয়ে যায়

এবারের কভার ড্রাইভ মনে রাখার মতো। মনে হল শর্মিলা ঠাকুরের বাড়িতেই রয়েছি। লেখার মাধ্যমে মন ছুঁয়ে গেল সবটা। ছবিগুলো আরও সুন্দর। এমন সাক্ষাৎকার তাও আবার শর্মিলা ঠাকুরের! আগে পড়িনি।

অনুপমা বিশ্বাস, বিরাটি

স্মরণে মনোজকুমার

মনোজকুমারকে নিয়ে কভার ড্রাইভ হবে আশা করেছিলাম। তা হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাঁকে নিয়ে ভাল কিছু লেখা হবে, তা নিশ্চিত। তবে যে লেখাটি পড়লাম, সেটি ছোট হলেও বেশ ভাল। সঙ্গে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা আরও ভাল।

দিলীপ সেন, বহরমপুর



■ মনোজকুমার

বিতর্কে কুণাল কামরা

খুব একটা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি না, তাই কুণাল কামরার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না একেবারেই। ছোট হলেও তাঁকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদনটা পড়ে বেশ ভাল লাগল। অনেক কিছু জানতে পারলাম রাজনীতি নিয়ে।

বিদীপ্তা রায়, হাওড়া



■ কুণাল কামরা

ভ্রম সংশোধন

আনন্দলোক-এর ১২ এপ্রিল সংখ্যায় ‘সফরনামা’ বিভাগে অভিনেতা রজতাভ দত্তর স্ত্রীর নাম সুজাতা রায় ছাপা হয়েছে। ওঁর আসল নাম সোমা রায়। এই ভুল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। আমরা দুঃখিত।

আনন্দলোক সম্পাদকীয় দপ্তর



■ স্ত্রী সোমার সঙ্গে রজতাভ দত্ত

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in





আত্মজীবনীতে

বিস্ফোরক সাবিত্রী

তাঁর বরাবরের ইচ্ছে ছিল সংসার করবেন, বহু সন্তানের মা হবেন। জীবনসঙ্গীর জায়গায় কখনও রেখেছিলেন উত্তমকুমারকে, কখনও সর্বেন্দ্র সিংহকে। কিন্তু ব্যক্তিগতজীবনে কেউ-ই তাঁর সঙ্গে চিরস্থায়ী ভাবে থাকতে পারেননি। তিনি ছিলেন একা। তাঁর লড়াইও ছিল একার। আনন্দলোক-এ **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়**-এর যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনীর প্রথম কিস্তি

'নাটকে মেয়ে প্রয়োজন বলে রাস্তা থেকে যাকে-তাকে ধরে নিয়ে আসবে? ইয়ার্কি হচ্ছে! কানা-খোঁড়া-ল্যাংড়া-ভিখিরি, যে কাউকে ধরে আনবে? সে মেয়ে হলেই হল? এটা একটা চেহারা? গায়ের রং কয়লার মতো কালো, কঙ্কালের মতো রোগা! এ আবার অভিনয় করবে! ভাগাও এটাকে।' যিনি কথাগুলো বলছিলেন, তিনি বাংলা নাট্য জগতের একসময়কার অত্যন্ত প্রভাবশালী এক প্রযোজক। যাঁকে কথাগুলো বলা হচ্ছিল তিনিও বাংলা নাটক এবং সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যাকে নিয়ে এই এতগুলো কথা বলা হল, সেই মানুষটা ছিলাম আমি। আনন্দলোক-এ আমার আত্মজীবনী হঠাৎ এই গল্পটা দিয়ে শুরু করার পিছনে একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। অনেকেই বলবেন

যে আত্মজীবনী সবসময় ইতিবাচক ভাবে শুরু করা উচিত। আমার ছোটবেলার গল্প কিংবা আমার সাফল্যের গল্প দিয়ে। কেউ আমার চেহারা নিয়ে কটূক্তি করছেন, কিন্তু সেটা শুরুতে কেন? কারণ, এটাই আমার সাফল্য যে এরকম চেহারা নিয়েও আজ আমি এই জায়গা অর্জন করতে পেরেছি। সেদিন সেই প্রযোজক আমার সম্পর্কে যা-যা বলেছিলেন, তা কিন্তু মিথ্যে নয়। ছোটবেলা থেকে এতটাই অর্থাভাবে বড় হয়েছি যে ঠিকমতো খাবার জুটত না। আমি আর দিদি বিকেল হলেই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম যদি কেউ দয়া করে একটু খাবার দান করেন। সেই মেয়ের চেহারা আর কীরকমই বা হবে? কিন্তু আমার প্রাপ্তি এটাই যে, সেই 'ভিখিরি-কঙ্কালসুলভ' চেহারা নিয়েও আমি বাংলা সিনেমা জগৎ দাপিয়ে বেড়িয়েছি। কেড়ে নিয়েছিলাম আপনাদের প্রিয় মহানায়কের মনও!



ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মাস্টার তিলক এবং পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে সাবিত্রী

রক্তাক্ত পায়ে উত্তমকুমারের প্রথম দর্শন

এ কী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর শুরুতে উত্তমকুমারের গল্প কেন? অনেকেই হয়তো ভ্রূ কুঁচকে এই প্রশ্ন তুলবেন। উত্তর এটাই যে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের বৃত্তে উত্তমদা একটা বিশাল জায়গা নিয়ে ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর অবদান, অনস্বীকার্য। তাই আমার জীবনের গল্প বলতে গিয়ে শুরুতেই উত্তমদাকে টেনে আনলাম। সচরাচর আমরা দেখি আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে একটা সেট প্যাটার্ন ফলো করা হয়। প্রথমে ছোটবেলা, তারপর ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ, তারপর সাফল্যের গল্প আর শেষ হয় বর্তমান সময় দিয়ে। কিন্তু আমার গল্পটা একটু ছকভাঙা ছন্দে বলা যাক, ক্ষতি কী? হ্যাঁ, উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল, এটা লুকনোর কিছু নেই। যদিও আমি ওঁর হাঁটুর বয়সি ছিলাম, তাও একে-অপরের প্রতি একটা ভাল লাগা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রেম তো আর অত অঙ্ক কষে হয় না! তখন আমি টালিগঞ্জের বাড়িতে থাকি। আমার অভিনেতা হওয়া হত না যদি না ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আবিষ্কার করতেন। ভানুদার প্রসঙ্গে পরে আসছি, ওঁর আমার কেরিয়ারের প্রতি যা অবদান তা বলতে গেলে একটা গোটা বই শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক, লেখার শুরুতেই যে প্রযোজকের উল্লেখ করলাম যিনি আমার নিন্দে শুধু করেননি, নিমেষের মধ্যে আমার যাবতীয় আত্মবিশ্বাসের গলা টিপে শ্বাসরোধ করে দিয়েছিলেন, সেই প্রযোজকই ওই ঘটনার বছরখানেক পর ভানুদার মাধ্যমে আমাকে আবার ডেকে পাঠান। তাঁর নাটক 'নতুন ইহুদি'র জন্য নির্বাচন করেছিলেন। ওরকম অপমানিত হওয়ার পরেও আমি কেন সেই প্রযোজকের ডাকে সাড়া দিয়ে নাটকটা করতে রাজি হয়েছিলাম, সেই সব গল্প পরে বলছি। আগে আসি আমার মনের মানুষ উত্তমদা প্রসঙ্গে। নাটকের রিহার্সাল পুরোদমে চলছিল। আমার অভিনয়েরও প্রশংসা শুনছিলাম সর্বত্র।



বিকাশ রায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

> ছোটবেলা থেকে এত অর্থাভাবে বড় হয়েছি যে ঠিকমতো খাবার জুটত না। আমি আর দিদি বিকেল হলেই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম যদি কেউ দয়া করে একটু খাবার দান করেন। তাই আমার চেহারা ছিল 'ভিখিরি-কঙ্কালসুলভ'...

বোর্ড রিহার্সালের দিন শুনলাম বিশিষ্ট কিছু মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। সময়টা পাঁচের দশকের গোড়ার দিক। নাটকের কী ফিডব্যাক সেটা তাঁদের কাছ থেকে শোনা হবে। সেই গুণীজনদের একজন ছিলেন উত্তমকুমার। মেকআপ রুমে রেডি হচ্ছি, তখন প্রথম জানতে পারি যে উত্তমদা আমাদের নাটকটা দেখতে আসছেন। আর পাঁচজন বাঙালি কন্যার মতো আমারও সেই সময় স্বপ্নের পুরুষ ছিলেন উনি। ওঁকে নিয়ে কত স্বপ্ন-ই না বুনে ফেলেছিলাম। সেই মানুষটা আমার অভিনয় দেখবেন, আমি তাঁকে চাক্ষুষ করব, এসব ভেবে উত্তেজনার শেষ ছিল না। আমি মেকআপ করার মাঝেই শুনলাম উনি চলে এসেছেন। আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলাম না, অর্ধেক মেকআপ নিয়েই ছুট লাগালাম তাঁকে একবার দেখব বলে। দরজার পাশেই রাখা ছিল ড্রেসারের একটা বড় ট্রাঙ্ক।

সেটার কোণ ছিল কাটা। দৌড়ে যেতে গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি ট্রাঙ্কটির উপর, ওই খোঁচায় পা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে। কিন্তু আমার যেন কোনও হুঁশ ছিল না। রক্তাক্ত পা নিয়েই আমি আবার দৌড় শুরু করি! স্টেজের উইংগসের কোণে গিয়ে দেখতে পেলাম, সামনের সারিতে মাঝামাঝি জায়গায়, তিনি বসে আছেন। পায়ের উপর পা তুলে। আমার স্বপ্নের রাজপুত্র, উত্তমকুমার। সেই সময়টায় পায়ের অসম্ভব যন্ত্রণাকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল আবেগ ও ভালবাসা। প্রথমে ভেবেছিলাম, উত্তমদার সামনে মঞ্চে অভিনয় করব কীভাবে? পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল, বুকের ভিতরে কেমন যেন উথাল-পাতাল অনুভূতি হচ্ছিল। গলা দিয়েও কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। আমি একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, কিছুতেই নড়তে-চড়তে পারছিলাম না। ওদিকে নাটক শুরু হবে, আমার ডাক পড়েছে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, এটাই আমার কাছে সুযোগ। আমি যদি উত্তমদার সামনে অভিনয়টা ভাল করে করতে পারি, তাহলেই একমাত্র ওঁর আমাকে মনে থাকবে। ওটাই আমার একমাত্র অস্ত্র ওঁর মনের মধ্যে একটু হলেও জায়গা করে নেওয়ার। বিশ্বাস করুন, পরবর্তীকালে আমি অনেক ছবি ও নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছি হয়তো, কিন্তু সেদিন উত্তমদার সামনে সেই নাটকের মঞ্চে আমার অভিনয়ের পিছনে যে পরিমাণ প্রয়াস ও নিষ্ঠা কাজ করেছিল, সেটা হয়তো আর কোনওদিনও হয়নি। গোটা হলে আমার চোখ শুধু তাঁর দিকেই ছিল, মনে হচ্ছিল বাকি হল যেন পুরো খালি। শুধু আমি আর আমার স্বপ্নের পুরুষ উত্তমকুমার রয়েছি সেই হলে। আমার প্রতিটি সংলাপ, অভিব্যক্তি, শুধু তাঁর জন্যই ছিল।

পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম, শর্ত আমাকে পিক অ্যান্ড ড্রপ দেবেন উত্তমকুমার

নাটকের রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর যাঁরা আমন্ত্রিত ছিলেন, সকলেই তাঁদের মতামত জানাতে আমাদের সাজঘরের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু আমার চাহনি ছিল শুধু তাঁর দিকে। তিনি কী বলেন সেটা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। আমার অভিনয় নিয়ে কি আলাদা করে কিছু বলবেন? আমাকে কি কোনও পরামর্শ দেবেন? মনের মধ্যে একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। উত্তমকুমার সাজঘরের সামনে আসতেই সকলে ওঁকে ঘিরে ধরেন। আমি এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুটা অভিমানও হচ্ছিল বটে। আমার মনে হচ্ছিল, উনি তো আমার রাজপুত্র। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তা হলে কেন অন্য লোকেরা ওঁর সময় নিচ্ছেন! এসব ভাবনাচিন্তা করতে-করতেই হঠাৎ দেখি উত্তমদা ওই ভিড় সরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমনিতে আমি খুব ডানপিটে ছিলাম, মেয়েলি কোনও স্বভাব আমার মধ্যে ছিল না। কিন্তু ওই প্রথমবার আমি লজ্জাবতী লতার মতো ওঁর দিকে মুখ তুলে চাই। উত্তমদা এতটাই ভদ্র যে, আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মাপের শিল্পীকেও ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করে বলেন, ‘আপনি তো সাবিত্রী। আপনার অভিনয় খুব ভাল লেগেছে। আপনি আমাদের দলে নাটক করবেন? আপনার মতো ভাল অভিনেত্রী আমাদের দলে যোগ দিলে আমার খুব ভাল লাগবে।’ উত্তমদার দলের নাম ছিল ‘কৃষ্টি ও সৃষ্টি’। ওঁর কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব পাব সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। প্রত্যুত্তরে কী বলব বুঝতে না পেরে আমি মূর্তির মতো থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। উত্তমদা আবারও বলেন, ‘আমাদের নাটকের দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই তার মানে, তাই তো?’ নিমেষের মধ্যে আমি স্তব্ধতা কাটিয়ে ওঁকে বলি, যা কথা বলার আমার বাবার

প্রথমে ভেবেছিলাম, উত্তমদার সামনে অভিনয় করব কীভাবে? পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল, বুকের ভিতরটা কেমন যেন উথাল-পাতাল অনুভূতি হচ্ছিল। গলা দিয়েও কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছিল না



■ সাবিত্রীরা ছিলেন দশ বোন। সব বোন ও দিদিদের সঙ্গে গ্রুপ ফোটো

সঙ্গে বলতে হবে। সেই সময় বাবা-ই সব, আমার জীবনের সব সিদ্ধান্ত উনিই নিতেন। সেই দিনটা আমি কখনও ভুলতে পারব না। অনুশোচনাবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। উত্তমকুমার, আমার স্বপ্নের পুরুষ, তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন আর আমি কি না তাঁকে বাবার অনুমতি নিতে বললাম! এ আমি কী করলাম, এটা ভেবে নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করছিল। উত্তমকুমারের মতো শিল্পী আমার বাড়িতে আসবেন বাবার অনুমতি নিতে, এটা ভাবাও দুষ্কর! কিন্তু আমারও কিছু করার ছিল না, বাবার মত না নিয়ে কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাবার সঙ্গে আমার কী সমীকরণ ছিল বা আমার পরিবারের অন্দরের কথা, সেগুলো পরে বলছি। আগে এই পর্বটা শেষ করি। তো যাই হোক, সেদিন আর মন খারাপ করে কিছু খাইনি। পরেরদিন রিহার্সালেও যাইনি। বাড়ির লোক ভেবেছিলেন আমার হয়তো জ্বর হয়েছে, কিন্তু আমি যে আসলে কিসে ভুগছিলাম

উত্তমকুমার, আমার স্বপ্নের পুরুষ, তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন আর আমি কী না তাঁকে বাবার অনুমতি নিতে বললাম! এ আমি কী করলাম, এটা ভেবে নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করছিল

সেটা আমিই জানি! পরেরদিন দুপুর নাগাদ আমি বিছানায় শুয়ে, হঠাৎ বাইরের ঘরে এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন বললেন, 'আসুন ভিতরে আসুন। ভাঙা বাড়ি, আপনার ভিতরে আসতে কষ্ট হবে।' বাবা বললেন উত্তমকুমার এসেছেন। সেই মুহূর্তটা আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। ভাষায় প্রকাশ করারও ক্ষমতা নেই যে, সে সময় আমার মনের মধ্যে ঠিক কী অবস্থা হয়েছিল। আমি যেরকম পোশাকে ছিলাম সেটা পরেই বাইরের ঘরে ছুট লাগাই। আমার তো তখন মাথার ঠিক নেই, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। উত্তমদা বাবাকে প্রণাম করে আমাদের ভাঙা খাটে বসলেন। বাড়িতে একটা চেয়ারও ছিল না যে ওঁকে বসতে দেব। আমার দিকে না তাকিয়েই উনি বাবাকে প্রস্তাব দিলেন, 'আপনার মেয়ে সাবিত্রীকে আমাদের



নাটকের দলে নিতে চাই। যদি আপনি অনুমতি দেন তো...' আমি কথাগুলো শুনে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখের পলক পড়ছিল না। বাবা কী বলবেন, সেটা ভেবে বুকের ভিতরে ধড়ফড় করতে লাগল। মনে হচ্ছিল এই যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলব! বাবা কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তার পর উত্তমদাকে বললেন, আমাকে অনুমতি দিতে পারেন। উত্তমদা এত বড় একজন শিল্পী, তাঁর দলে অভিনয় করা মানে আমার কাছে একটা বিশাল প্রাপ্তি। কিন্তু এ-ও শর্ত দিলেন যে, উনি আমাকে একা ছাড়বেন না। তাই কেমন যেন আবার ঘেঁটে গেল। উত্তমদা উঠতেই যাচ্ছিলেন, বাবা তাঁকে আটকে বললেন, 'আমার আর একটা কথা আছে। আমাদের সংসারে খুব অভাব। মেয়েদের ঠিকমতো খেতে দিতে পারি না। ওকে যদি নাটকের জন্য ছাড়ি তাহলে আপনাকে কিছু টাকা দিতে হবে।' বাবা উত্তমদার সঙ্গে বাঙাল ভাষাতেই কথা বলছিলেন, কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধের জন্য আমি চলতি বাংলা লিখলাম। বাবার কথাগুলো শুনে আমার মাথায় বাজ পড়ল। এ যে তীরে এসে তরী ডোবা! বাবা এটা কী বললেন! লজ্জা আর অপমানবোধ



একটি ছবির শুটিংয়ে উত্তমকুমারের সঙ্গে



বাবার কথাগুলো শুনে মাথায় বাজ পড়ল। এ যে তীরে এসে তরী ডোবা! লজ্জা আর অপমানবোধ আমার ভিতরটা যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। পরে বুঝেছিলাম, পেটের মারাত্মক টানে বাবা সেদিন ওই কথাগুলো বলেছিলেন

উত্তমদাকে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে, আবার রিহার্সাল শেষ হলে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। উত্তমদা এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। আগের দিন থেকে চলতে থাকা আমার মনের মধ্যে সমস্ত উদ্বেগ, যন্ত্রণা, ভয়, সব যেন নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল! আমি নিজেকে ইতিমধ্যেই উত্তমকুমারের নায়িকা ভেবে নিয়েছি! মনে-মনে কত কিছু কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছি! হঠাৎ বাবার কথায় সব আমার ভিতরটা যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু উত্তমদা হাসিমুখে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত টাকা দিতে হবে বলুন।' বাবা দাবি করলেন পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম। উত্তমদা পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাবার হাতে দিলেন। সেদিন বাবার উপর খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছিলাম, পেটের মারাত্মক টানে বাবা সেদিন ওই কথাগুলো বলেছিলেন। আসলে আমরা কত কষ্টে বড়



■ উত্তমকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রী

হয়েছি সেই প্রসঙ্গে এখনও যাইনি, সেটা জানতে পারলে আপনারাও হয়তো বাবার ওই কথাগুলো বলাকে সমর্থন করবেন। পরেরদিন আমি মুখে স্নো পাউডার, চোখে কাজল আর কপালে একটা ছোট টিপ পরে তৈরি হয়েছিলাম। যদিও মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল, সত্যি উত্তমকুমার নিজে আসবেন তো আমাকে নিতে নাকি কোনও লোক পাঠাবেন। ঠিক বিকেল তিনটের সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ, বাইরে গিয়ে দেখি ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে উত্তমদা দাঁড়িয়ে! তাঁর চুল ব্যাকব্রাশ করা। আর তাঁর পারফিউমের গন্ধ যে কাউকে মোহিত করবে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি প্রস্তুত কি না। উত্তমদার একটা গুণ ছিল, উনি খুব পাংচুয়াল ছিলেন। কখনও লেট করতে দেখিনি ওঁকে। সেই থেকে আমাদের গল্পের শুরু। টালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর, ট্রামে চেপে যাওয়া আসা।

উত্তমদার হাতে থাপ্পড় এখনও ভুলিনি

উত্তমদা আমাকে বরাবরই খুব শাসন

উত্তমদা আমার কাছে আসতেন একটু শান্তি পেতে। ওঁর ব্যক্তিগত জীবনে এত ঝড়-ঝাপটা ছিল যে, কাজ শেষ হলে আমার কাছে এসে খোলা মনে একটু গল্প করলে, উনি কিছুটা মানসিক শান্তি পেতেন

করতেন। আসলে বয়সে অনেকটা বড় ছিলেন তো। সবসময় আমাকে মজা করে বলতেন, 'তুমি তো আমার হাঁটুর বয়সি!' সেই যে আমাদের নিয়মিত যাতায়াত শুরু হল, সেটা একটা অভ্যাসে পরিণত হল। এমন একটাও দিন থাকত না যেদিন আমরা দেখা করতাম না। যখন শুটিং থাকত তখন তো এমনিই দেখা হত, বাকি সময়েও কাজ শেষ করে উত্তমদা আমার কাছে চলে আসতেন। আমাকে সবসময় আগলে রাখতেন। একবার মনে আছে, কোনও এক কথার মাঝে আমি 'শালা' বলে ফেলেছিলাম। উনি সেটা শুনে অসম্ভব রেগে গিয়েছিলেন। আমার গালে সজোরে একটা থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, মেয়েদের মুখে গালাগালি মানায় না। ছেলেদের মুখ খারাপ করা সাজে, মেয়েদের নয়। আসলে কোথাও গিয়ে একটা বনেদি ব্যাপার ছিল ওঁর মধ্যে। উত্তমদার হাতে মার খেলেও কিছু মনে হত না কারণ আমি ওঁকে সেই জায়গাটা দিয়েছিলাম। গুরুজনের আসনে বসিয়েছিলাম। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আগেই বলেছি বাবা খুব কড়া ছিলেন। আমাকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখতেন এবং বাবার উপরে কথা বলার সাহস আমার ছিল না। একবার উত্তমদা আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে আড্ডা দিচ্ছেন। ওদিকে বাবার নিয়ম ছিল রাত দশটার সময় বাড়ির প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দেবেন নিজের হাতে। তারপর আর কারওর ঢোকা-বেরোনোর অনুমতি ছিল না। ওদিকে বাবা গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন আর এদিকে উত্তমদা আমার ঘরে। সে কী কাণ্ড। শেষমেশ বাবার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য উত্তমদা আমার বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন! আসলে উত্তমদা আমার কাছে আসতেন একটু শান্তি পেতে। ওঁর ব্যক্তিগত জীবনে এত ঝড়-ঝাপটা ছিল যে, কাজ শেষ হলে



■ স্টুডিয়োতে অবসর সময়ে বসন্ত চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং বাকিদের সঙ্গে

আমার কাছে এসে খোলা মনে একটু গল্প করলে, উনি কিছুটা মানসিক শান্তি পেতেন। এ কথা তো সকলেই জানেন যে উত্তমদার স্ত্রী ভীষণ অবুঝ মহিলা ছিলেন। লেখাপড়াও জানতেন না। সারাক্ষণ উত্তমদার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। সবসময় কারণ খুঁজতেন, কী নিয়ে ঝগড়া শুরু করা যায়। এরকম একজন সঙ্গীর সঙ্গে জীবন কাটানো সত্যি খুব কঠিন ছিল। স্ত্রীর জন্য উত্তমদা ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলেন। এই জন্য কম বয়সে বিয়ে করতে নেই। উত্তমদা আমার সঙ্গে ওঁর জীবনের সব কথা শেয়ার করতেন। আমাকে বলতেন, অল্প বয়সে ওরকম একজন দজ্জাল মহিলাকে বিয়ে করা ওঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। এ কথা ভুল নয় যে উত্তমদা

উত্তমদাকে বলেছিলাম, আমরা যেরকমভাবে আছি সেরকমভাবেই থাকব। উনি যেন ওঁর সংসার ভেঙে আমার কাছে না আসেন। আসলে আমার ভাগ্যে বিয়ে করে সংসার করা বোধহয় লেখা ছিল না



■ মঞ্চে 'আগন্তুক' নাটকের পরিবেশনা

আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি কোনওদিনও আমি কারও সংসার ভাঙতে চাইনি। তাতে পাপ লাগে। আমি ওঁকে বলেছিলাম, আমরা যেরকমভাবে আছি সেরকমভাবেই থাকব। উনি যেন ওঁর সংসার ভেঙে আমার কাছে না আসেন। আসলে আমার ভাগ্যে বিয়ে করে সংসার করা বোধহয় ছিল না। অথচ আমার খুব ইচ্ছে ছিল ধুমধাম করে বিয়ে করব। আমার অনেক সন্তান হবে। সবসময় ঘরভর্তি লোক থাকবে। উত্তমদার পরে আর একজনের প্রেমে পড়েছিলাম, সর্বেন্দ্র সিংহ। কিন্তু উনিও বিবাহিত ছিলেন। দেখে-দেখে ঈশ্বর আমার জন্য সব

বিবাহিত পুরুষদেরই পাঠাতেন! সর্বেন্দ্রর কথায় পরে আসছি, আগে আমার স্বপ্নের পুরুষের কথা আর একটু বলি। একটা সময় বাবার কানেও আমার আর উত্তমদার সম্পর্কের কথা পৌঁছোয়। সেই সময়ের এক জনপ্রিয় সাংবাদিক সরোজ গুপ্ত একটি স্টোরি করেন, যেখানে লেখা ছিল, আমি আর উত্তমদা নাকি বালিগঞ্জে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকি। তবে এই কথাটি একেবারেই মিথ্যে। মনে আছে, সরোজদা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, আমি ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। উনি আমার হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ‘আমি ওই খবরটা করে অন্যায় করেছিলাম। কিন্তু তুমি এত মহান যে ওই খবরের পরেও আজ তুমি আমাকে দেখতে

থেকে আর আমি তোমাকে শাসন করব না। যেটা ভাল বোঝো করবে।’ কিন্তু উত্তমদার সঙ্গে ওই ধরনের খবর পড়ে বাবা খুব রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘এবার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এসব থামাও।’ বাবা আমার জন্য সম্বন্ধ দেখাও শুরু করেন। কিন্তু উত্তমদা সেগুলো সব ভাঙিয়ে দিতেন!

সুপ্রিয়া দেবীর জন্য ঘর ছাড়তে পারলেন, আমার জন্য নয়

অনেকেই বলেন সুচিত্রা সেনের সঙ্গে উত্তমদার প্রেম ছিল। কিন্তু সেটা একেবারে বাজে কথা। আমি হলফ করে বলছি, উত্তমদার সঙ্গে সুচিত্রার কোনও প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল না। আর সুচিত্রা এমনিতে খুব গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে যখন শুটিং

বাবার কানেও আমার আর উত্তমদার সম্পর্কের কথা পৌঁছোয়। সেই সময়ের এক জনপ্রিয় সাংবাদিক সরোজ গুপ্ত একটি স্টোরি করেন যেখানে লেখা ছিল, আমি আর উত্তমদা নাকি বালিগঞ্জে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে থাকি। এই কথাটির মধ্যে কোনও সত্যতা ছিল না...



■ ‘ব্রজবুলি’ ছবির দৃশ্যে উত্তমকুমারের সঙ্গে



এসেছ।’ সরোজদার সেই খবরটা আমার পরিবারে খুব খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। বাবা একটা সময় অবধি খুব শাসনে রাখতেন, কিন্তু যখন আমি সিনেমার নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলাম, উনি বলেছিলেন, ‘তুমি এখন স্বাবলম্বী মেয়ে। নিজে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছ। এখন

করেছি, দরকার না হলে উনি একটাও কথা বলতেন না। সুচিত্রার আর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল। আগের দিনই হয়তো একসঙ্গে শুট করলাম, কিন্তু পরের দিন আমাকে দেখে চিনতেও পারলেন না! তবে একটা কথা উনি বলেছিলেন যেটা আমার কানে এসেছিল, ‘আমি যত বড়-ই



স্টার হই না কেন, কখনও সাবিত্রীর মতো অভিনয় করতে পারব না।' সুচিত্রার সঙ্গে মাত্র দুটো ছবিতেই অভিনয় করেছিলাম। আসলে আমার সঙ্গে সুচিত্রা ছবি করতে চাইতেন না। জানতেন, অভিনয়ে আমি ওঁকে ছাপিয়ে যাব। 'গৃহদাহ' বলে একটা ছবি করেছিলাম, যেখানে আমার ছোট চরিত্র ছিল। তাতেও কিন্তু দর্শক আমাকে বেশি পছন্দ করেছিলেন। যাই হোক, ফিরি আমার স্বপ্নের পুরুষের কথায়। কোনও মানুষই পারফেক্ট হন না, সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু খুঁত থাকে। উত্তমদার মধ্যেও ছিল। আর সেই নিয়ে এখনও ওঁর প্রতি আমার অভিমান রয়েছে। উত্তমদা আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিলেন, যখন ওঁর সামনে ওঁর স্ত্রী আমাকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছিলেন। কিন্তু উত্তমদা সেদিন একটা কথাও বলেননি। ওঁর স্ত্রী এসে আমাকে বলেন, 'তুমি আমার থেকে আমার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছ। আমি তোমাকে সাবধান করছি।' শুধু এইটুকু নয়, আমাকে আরও অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। উত্তমদা কিন্তু সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম সেদিন

উত্তমদা সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিলেন, যখন ওঁর স্ত্রী আমাকে যা নয় তাই বলে অপমান করেছিলেন। অথচ উত্তমদা সেদিন একটা কথাও বলেননি...

উত্তমদা প্রতিবাদ করবেন, আমার হয়ে কথা বলবেন। ওই মানুষটা তো আমাকে ভালবাসতেন, আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। আমি বরং ওঁর সংসার ভাঙতে চাইনি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে উত্তমদা পুরো নিশ্চুপ ছিলেন। ওই দিনটার জন্য আমি ওঁকে ক্ষমা করতে পারব না। আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই। উত্তমদা স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যান এবং আমার গাড়িতে চেপেই বাড়ি ফেরেন! এই ঘটনার পর আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমন রোগা হয়ে যাই যে, চারিদিকে রটে যায় আমার টিবি হয়েছে। সেদিনের সেই ঘটনার পর আমি মানসিকভাবে উত্তমদার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম। এখান থেকে ছুটি নিয়ে আমি ঢাকাতে চলে গিয়েছিলাম চিকিৎসা করাতে। বড়



শুধু উত্তমকুমার নন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি দুরন্ত ছিল

> আমি উত্তমদাকে বুঝিয়েছিলাম, উনি যেন নিজের সংসার না ছাড়েন। আমি বলেছিলাম, ওঁর তো আগেও প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে। আমার সঙ্গেও সম্পর্কে ছিলেন। তখন যদি সংসার না ভেঙে থাকেন, তাহলে সুপ্রিয়ার সময় কেন?

কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়কে দেখাই। এরপর রাঁচিতে গিয়ে জল বাতাস পরিবর্তন করে আমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসি। তারপর থেকে উত্তমদার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। এরপর যখন সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে উত্তমদার সম্পর্কের কথা সামনে আসে, আমি উত্তমদাকে বুঝিয়েছিলাম, আর যাই হোক, উনি যেন নিজের সংসার না ছাড়েন। আমি বলেছিলাম, ওঁর তো আগেও প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে। আমার সঙ্গেও সম্পর্কে ছিলেন। তখন যদি সংসার ভেঙে না থাকেন, তাহলে এখন কেন? সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে কী এমন হল যে উনি এতটা ডেসপারেট হয়ে উঠলেন? আমি অনুরোধ করেছিলাম, গৌরী মানে উত্তমদার স্ত্রীকে না ঠকাতে। আমারও তো খুব ইচ্ছে ছিল উত্তমদার সঙ্গে সংসার করার, কিন্তু আমি তো কখনও ওঁকে ঘর ভাঙতে দিইনি। আমি না হয় একাই থাকলাম সারাজীবন, কিন্তু নিজে ভাল থাকতে গিয়ে দশজনের ক্ষতি করলাম সেটা তো ঠিক নয়। উত্তমদা সেদিন আমার কথার কোনও উত্তর দিতে পারেননি। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। আসলে আমার দিকে চোখে-চোখ রাখার সাহস হয়তো ছিল না। আমার জন্য সংসার ভাঙলেন না অথচ সুপ্রিয়ার জন্য ভাঙলেন! আমার খুব রাগও হয়েছিল কিন্তু ওঁর সামনে আর সেটা প্রকাশ করিনি। কারণ



ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে সাবিত্রীর এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসাই হত না

ততদিনে উনি আমার থেকে মানসিকভাবে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। আমার ওঁর উপর কোনও অধিকারবোধ ছিল না। একজন মহিলা হিসেবে চেয়েছিলাম আর একজন মহিলার সংসার না ভাঙুক, তাই ওই কথাগুলো উত্তমদাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টা বৃথাই ছিল। অনেকদিন পরে উত্তমদার স্ত্রী আবার আমার কাছে এসেছিলেন ক্ষমা চাইতে। আমার সামনে হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'সাবিত্রী, আমি ভেবেছিলাম তোমার জন্য আমার ঘর ভাঙতে চলেছে। তাই তোমার উপর সেই সময় খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখলাম আমার স্বামী তোমার সঙ্গে নয়, সুপ্রিয়ার সঙ্গে ঘর করতে চলে গেল! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও।' আমি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে কথাগুলো বের করে দিই। আমি জানতাম, আমার বিবেক জানত, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। ভালবাসা তো পাপ নয়। আমি তো আর কারওর ঘর ভাঙিনি।

সর্বেন্দ্রর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাটা জানাতে পারলাম না

উত্তমকুমারের পর আমার জীবনে আর একটি প্রেম আসে। আসলে আমি ব্যক্তিগতজীবনে খুব রোম্যান্টিক একজন মানুষ। তাই আমার আত্মজীবনীর প্রথমাংশটা আমি শুধু নিজের প্রেমজীবনের উপরই ফোকাস করলাম। বাকি গল্প তোলা থাকল পরের পর্বগুলোর জন্য। আমার এই আর একটি প্রেমের সম্পর্কের কথা অনেকেই জানেন না। তাঁর নাম ছিল সর্বেন্দ্র সিংহ। উনি পঞ্জাবি ছিলেন। ওঁদের পারিবারিক বিশাল ব্যবসা ছিল। খুবই অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে, কিন্তু উত্তমদার মতো সর্বেন্দ্ররও একটা বিয়ে ছিল। ওই যে বললাম, আমার ভাগ্য! সর্বেন্দ্রর সঙ্গে পরিচয় হয় ওঁর মায়ের মাধ্যমে। সর্বেন্দ্রর মা আর আমি একই মন্দিরে পুজো দিতে যেতাম। ওঁর মায়ের নামও ছিল সাবিত্রী। সেই কথা দিয়েই

সর্বেন্দ্রর একটাই বদভ্যাস ছিল। প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। মদ্যপান তো আমিও করতাম, কিন্তু একটা লিমিট অবধি। সর্বেন্দ্রর ওসব কোনও লিমিট থাকত না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মদ্যপান করতেন! ভাবতে পারেন?



■ ছবির দৃশ্যে সাবিত্রী

আমাদের আলাপ। ওঁর মা আমাকে খুব পছন্দ করতেন। সর্বেন্দ্র খুব সৎ মানুষ ছিলেন, কিন্তু ওঁর একটাই বদভ্যাস ছিল। প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। মদ্যপান তো আমিও করতাম, কিন্তু একটা লিমিট অবধি। সর্বেন্দ্রর ওসব কোনও লিমিট থাকত না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মদ্যপান করতেন! ভাবতে পারছেন? সর্বেন্দ্র যখন আমার জীবনে আসেন তখন আমি অনেকটাই পরিণত। উত্তমদাকে নিয়ে আমি যেরকম ছেলেমানুষি করতাম, যেহেতু বয়সটাও কম ছিল, সর্বেন্দ্রর ক্ষেত্রে তা হয়নি। মানসিকভাবে ওঁকে আমি আমার স্বামীর জায়গায় বসিয়েছিলাম। একটা সময় আসে যখন জীবনের সমস্ত কিছুর জন্য আমি সর্বেন্দ্রর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। কিন্তু ওই যে আগে বলেছি, আমি কোনওদিনই কারওর ঘর ভাঙতে চাইনি। সর্বেন্দ্র মদ খেয়ে দিনের পর দিন আমার বাড়িতে পড়ে থাকতেন, কিন্তু তাও আমি কখনও ওঁকে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে আসতে বলিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন? সর্বেন্দ্র মারা যাওয়া সময় আমি ওঁকে শেষবারের মতো দেখতে যেতেও পারিনি বা বলা ভাল, আমাকে দেখতে যেতে দেওয়া হয়নি। উত্তমদা হোক কিংবা সর্বেন্দ্র, পুরুষদের জন্য আমি এত স্যাক্রিফাইস করলাম, অথচ তার বিনিময়ে কী পেলাম? শুধুই কষ্ট, নিপীড়ন?

ক্রমশ...



১

তারকা মানে ব্যস্ততার শেষ নেই। তবে তার মধ্যেও নিজের মতো করে একটু আনন্দ খুঁজে নেন তাঁরা। আর তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী

আনন্দলোক

২



৩





৪

৫





১

২

৩

৪

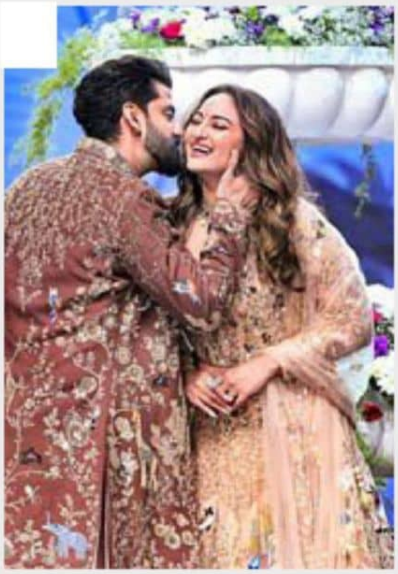
৫

৬

৭ নতুন হিন্দি ছবি ‘জুয়েল থিফ-দ্য হেইস্ট বিগিনস’-এর প্রচারে কুণাল কাপুর ও জয়দীপ আহলাওয়াত

৮ একটি ফ্যাশন শোয়ে জ়াহির ইকবালের সঙ্গে সোনাক্ষী সিনহা





ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ১, ৩, ৪



৯

১০





৯ অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। তার মধ্যেও হাসপাতাল কর্মীদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন সৃজিত

১০ মুম্বইয়ে একটি প্রেস মিটে সেফ আলি খান

১১ ‘কেসরী-চ্যাপ্টার ২’-এর প্রিমিয়ারে স্বমহিমায় ধরা দিলেন অনন্যা পাণ্ডে

১২ ‘আমার বস’-এ একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তাঁরা। অবসরে রাখী গুলজ়ারের সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়



HOLLYHO

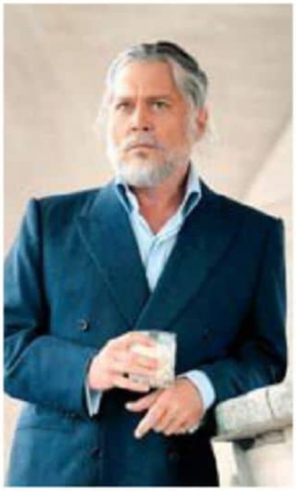


■ মিকি ম্যাডিসন। (নীচে) রায়ান গসলিং

অস্কারের ভারে

সেরা অভিনেত্রীর অস্কার বগলদাবা করার পর থেকে আত্মপ্রত্যয়ের শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন মিকি ম্যাডিসন। শোনা যাচ্ছিল, স্টার ওয়ার্স ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের পরবর্তী ছবি ‘স্টার ওয়ার্স: স্টারফাইটার’-এ দেখা যাবে মিকিকে। এই ছবি পরিচালনা করছেন ‘ডেডপুল অ্যান্ড উলভারিন’-এর পরিচালক শন লেভি। অভিনয় করছেন রায়ান গসলিং। কথা অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু অস্কার পাওয়ার পর নাকি সেই ছবি থেকে হঠাৎই পিছিয়ে এসেছেন মিকি। এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজ়, পরিচালক এবং সহ-অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ফিরিয়ে দেওয়া কিন্তু চরম আত্মপ্রত্যয়েরই পরিচয়! নাকি এতে অহংকারও মিশে খানিকটা?





■ ‘ডে ড্রিংকার’-এ জনি ডেপ

ফেরার প্রস্তুতি

প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাম্বার হার্ডের সঙ্গে আইনি লড়াই জনি ডেপের কেরিয়ারের ক্ষতি করেছে। অনেক প্রজেক্ট থেকে তিনি বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু মানহানির মামলা জেতার পর নিজের হলিউড ছবিতে কামব্যাক করতে চলেছেন জনি। এবং সেই কামব্যাক যে জোরদার হতে চলেছে, বোঝাই যাচ্ছে। ‘ডে ড্রিংকার’ নামের এই ছবিতে জনি ডেপের লুক প্রকাশিত হয়েছে। জনির অতি-পরিচিত কালো চুল, দাড়ির পরবর্তে এখানে প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড হেয়ার সকলকে চমকে দিয়েছে। সাদা চুলের সঙ্গে সাদা দাড়ি এবং কোরাল বর্ণের চোখের মণি... জনির লুক ইতিমধ্যে সারা ফেলে দিয়েছে। এই ছবিতে জনির বিপরীতে দেখা যাবে পেনেলোপি ক্রুজ়কেও, যাঁকে আগেও অনেক ছবিতে জনির সঙ্গে দেখা গিয়েছে।



■ নিক জোনাস

রোগকে হারিয়ে

বর্তমানে ‘দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স’ ব্রডওয়ের জন্য অভিনেতা-গায়ক নিক জোনাস চর্চিত এবং প্রশংসিত। এরই মাঝে বাইসেপে ডায়াবেটিস প্যাচ লাগানো নিজের ছবি পোস্ট করলেন তিনি। নিক জানিয়েছেন, মাত্র ১৩ বছর বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল তাঁর। সেই সময় ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। কোনওদিন ভাবেননি, রোগকে হারিয়ে গায়ক এবং অভিনেতা হিসেবে এই উচ্চতায় উঠতে পারবেন। ফলে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি এক হতাশ কিশোরের স্কেচ শেয়ার করে লিখেছেন, ‘১৩ বছরের নিকের কাছে ফিরে যেতে পারলে বলতাম, জীবনে যা হয় ভালর জন্য হয়।’ এখন তিনি স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা ও মেয়ে মালতীকে নিয়ে সংসারী। ফলে জানিয়েছেন, এখন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি ব্রতী তিনি।

কঠিন সিদ্ধান্ত

জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন কলিন ফেরেল। কলিন এবং তাঁর প্রাক্তন সঙ্গিনীর বড় ছেলে জেমস একটি বিরল জেনেটিক রোগ, এঞ্জেলম্যান সিনড্রোমে আক্রান্ত। এতদিন ধরে ছেলেকে বাড়িতে নিজের কাছে রেখেই চিকিৎকসা করাচ্ছিলেন কলিন। তবে এবার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে ছেলেকে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর বক্তব্য, যদি তাঁর বা জেমসের মায়ের হঠাৎ করে কিছু হয়, তা হলে জেমসের খেয়াল রাখবে কে? তার চেয়ে এই প্রতিষ্ঠানে নিজের একটি কমিউনিটি গড়ে উঠলে জেমস মা-বাবাকে ছাড়া দিশেহারা হয়ে পড়বে না। ফলে ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন কলিন।



■ ছেলে জেমসের সঙ্গে কলিন ফেরেল







শুভ পরিণয়

ছ'বছরের সম্পর্ক এবং বাগদানের চার বছর... এবার বিয়ে সেরে ফেললেন ক্রিস্টান স্টুয়ার্ট। বান্ধবী চিত্রনাট্যকার ডিলান মেয়ারের সঙ্গে বাগদান সারার খবর ক্রিস্টান দিয়েছিলেন ২০২২-এ। এবার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে ইস্টার সানডে-তে (২০ এপ্রিল) ঘরোয়াভাবে বিয়ে করলেন তাঁরা। তার আগের সপ্তাহে বিয়ের লাইসেন্স পেয়েছিলেন তাঁরা। শিয়ার হোয়াইট টপ এবং গোল্ড স্কার্ট পরা ডিলানের সঙ্গে রংমিলান্তি করেই নুড রংয়ের টু-পিস অনসম্বল পরেছিলেন ক্রিস্টান। বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো পোশাকেও ছিল না বাহুল্য। আংটিবদল এবং পরস্পরকে চুম্বন করার পাপারাৎজ়ি ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে।

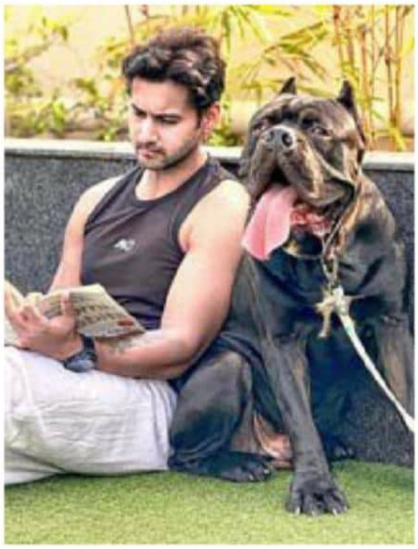
■ ডিলান ও ক্রিস্টান স্টুয়ার্ট। ইনসেটে তাঁদের বিয়ের ছবি







কার্ড কিন্তু বাচ্চারা বড় হলে তবেই পাব।
নুসরত: যশ প্রায়ই বলে, আজকের প্রজন্মের কাছ থেকে খুব একটা প্রত্যাশা রাখতে নেই যাতে পরে বাবা-মায়ের কষ্ট হয়। এখনকার প্রজন্ম অনেক বদলে গিয়েছে।
যশ: আমাদের ছোটবেলায় যে অনুশাসন পেয়েছি বাবা মায়ের কাছ থেকে, সেই তুলনায় আজকাল বাবা-মা অনেক ফ্লেক্সিবল। আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে বন্ধুদের মতো মিশি। তবে এটা ঠিক না ভুল, তা ভবিষ্যৎ বলবে। প্রত্যেক পরিবারের আলাদা পদ্ধতি আছে সন্তান পালনের। কোনওটাই ভুল নয়। আমরা যেরকম বাবা-মায়ের হাতে সবসময় মার খেয়েছি, কিন্তু এখনকার বাচ্চাদের মারলে তারা আবার অন্যভাবে রি-অ্যাক্ট করে।

■ তাঁদের পোষ্য জাস্টিস। বাড়িতে অবসর সময়ে নুসরত এবং যশ দু'জনেই জাস্টিসের সঙ্গে সময় কাটান



ফোটো: দেবর্ষি সরকার, **মেকআপ:** তাপসী পাল, **হেয়ার:** বিশাল আদক, **স্টাইলিং:** কিয়ারা সেন, **পোশাক:** জিৎ-সত্য, **ফুড পার্টনার:** দ্য বেঙ্গল লাউঞ্জ, দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, **হসপিট্যালিটি:** পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা

নুসরত: হ্যাঁ, আমাদের সময় বাবা-মায়েরা পিটুনি দেবে, এটাই স্বাভাবিক ছিল। একটু কাঁদতাম, তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতাম। কিন্তু এখনকার বাচ্চাদের মারার আগে দশবার ভাবতে হয়।

প্র আপনারা দু'জনেই সেলেব্রিটি। আপনাদের সন্তান যাতে স্বাভাবিক শৈশব পায়, তার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন?
যশ: ওকে খুব একটা এক্সপোজ় করি না।
নুসরত: এটা আমাদের কাজের জায়গা। কাজের জায়গায় ভাল-খারাপ, দু'টিই আমাদের মধ্যে সীমিত থাকা প্রয়োজন। বাচ্চা অবধি তা পৌঁছোনো উচিত নয়। আমাদের শৈশব যেমন ছিল, ওদেরও তাই দেওয়া উচিত। তাই না?

প্র আপনাদের নতুন ছবি 'আড়ি'-তে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়কে কাস্ট করার ভাবনা কার ছিল?
নুসরত: যখন গল্প ভাবা হয়েছিল, তখনই আমাদের মনে হয়েছিল ইট হ্যাজ় টু বি হার। যশ তো এতটাই একগুঁয়ে ছিল এই সিদ্ধান্তে যে, ভেবে নিয়েছিলাম মৌসুমীদি যদি স্ক্রিপ্ট শুনে না করে দেন, তাহলে আমরা এই বিষয় নিয়ে ছবি করব না।

প্র বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাউকে মা হিসেবে মনে হয়নি?
যশ: বিষয়টা মায়ের চরিত্র নিয়ে নয়। হয়তো ওরকম ভাবে ভেবে লেখা হয়নি। কিন্তু শেষে স্ক্রিপ্ট দেখে মনে হয়েছে মৌসুমীদি ছাড়া আর কেউ পারবে না।
নুসরত: গল্প শুনলে কাউকে ভিশুয়ালাইজ়



ফোটো: দেবর্ষি সরকার, মেকআপ: তাপসী পাল, হেয়ার: বিশাল আদক, স্টাইলিং ও পোশাক: কিয়ারা সেন, ফুড পার্টনার: দ্য বেঙ্গল লাউঞ্জ, দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, হসপিট্যালিটি: পোলো ফ্লোটেল, কলকাতা

করি আমরা। ওঁর ভিশুয়াল চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

যশ: হ্যাঁ মানে ওরকম সংলাপ...ওঁর মেয়ে আমাদের বলেছেন, 'মা-কে তো এই সিনেমাটার জন্য অভিনয় করতে হচ্ছে না। বাস্তবজীবনে মা ঠিক এরকমই ঠোঁটকাটা।'

নুসরত: হ্যাঁ, উনি যেভাবে রিয়েল লাইফে কথা বলেন, যেভাবে থাকেন, সেভাবেই সিনেমার পরদাতেও দেখানো হয়েছে।

প্র মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়কে রাজি করানো কতটা কঠিন ছিল? আর সেটে ওঁকে দিয়ে পারফর্ম করানো কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? ওঁর বয়স, স্বাস্থ্য সবদিকেই তো খেয়াল রাখতে হয়েছে...

যশ: কনভিন্স করানো আমরা যতটা কঠিন হবে ভেবেছিলাম, তা হয়নি একেবারেই। গল্পটা উনি একজন অভিনেত্রী হিসেবে নন, একজন মা হিসেবে শুনেছিলেন। আর মা হিসেবে শুনলে যে কোনও মা এই চরিত্রটি করতে রাজি হয়ে যাবেন। মৌসুমীদির মেয়ে মেঘাদি আমাদের দু'জনকে বলে গিয়েছিলেন, 'আমি আমার মাকে তোমাদের কাছে ছেড়ে গেলাম, নিজের মায়ের মতো খেয়াল রেখো।' আমরাও কথা দিই, নিজের মায়ের মতো খেয়াল রাখার। আমার বা নুসরতের মা যদি কাজ করেন, যতটা শরীরে দেবে ততটাই কাজ করবেন। মৌসুমীদির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ওঁর উপর কোনও প্রেশার আমরা দিইনি কখনও।

নুসরত: তবে আমরা যতই যত্ন করি না কেন, উনি অসম্ভব পেশাদার। উনি এত বড় অভিনেত্রী, এটা ওঁর একশোতম ছবি। সেখানে যদি ওঁকে বলি এতগুলো শট লাগবে, উনি দেবেন।

যশ: শরীর খারাপ লাগলেও যদি জানেন লোকেশন পাওয়া যাবে না, উনি শটটা শেষ করে যাবেন। হয়তো চেঁচাবেন, 'তোদের জন্য কাজ শেষ করছি। শরীরটা খারাপ করে দিবি।' একদম মায়েদের মতো।

নুসরত: একদম টিপিক্যাল বাঙালি মায়ের মতো। একবার ওঁর একটু শরীর খারাপ হয়েছিল। এদিকে ওই লোকেশন ছেড়ে দিতে হবে। লজ্জাবোধ হচ্ছিল ভেবে যে ওঁকে কীভাবে বলব। কিন্তু অনুরোধ করতে গিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। এতটাই পেশাদার।

যশ: উনি ভাল মানুষ চেনেন। ওঁর একটাই শর্ত। সেটে যাঁকে পছন্দ হবে না, সে যেন ত্রি-সীমানায় না থাকে। সে যদি ছবির প্রযোজকও হয় তাহলেও তাকে সামনে রাখা যাবে না। ওঁর কাউকে অপছন্দ হলে, খুব রেগে যেতেন, সারাক্ষণ মুখ করতেন। আর যদি কাউকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন, তা হলে মন দিয়ে ভালবাসবেন।



■ এবারের হোলিতে যশ-নুসরত

প্র: আপনাদের প্রযোজনা সংস্থা YD ফিল্মস। NJ নেই কেন?

নুসরত: এটা একটু ট্রিকি প্রশ্ন। যদি আমার বাবা-মা ব্যবসা করতেন, মনে হয় না মা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইতেন। তাই মনে হয়, আমারও দেওয়া উচিত নয়।

যশ: দৈনন্দিন জীবনে আমরা সব সময় অত ভেবে এগোই না...

নুসরত: (মাঝপথে যশকে থামিয়ে) আমি ওর জীবনে আসার আগে থেকেই যশ YD ফিল্মসের কথা ভেবেছিল। একসঙ্গে থাকার পর থেকে এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছি। তোমার নাম না আমার নাম...এভাবে ভাবি না। কাজ আমাদের জন্য কথা বলুক, আমাদের নাম নয়।



বাইরে খেতে গিয়ে দু'জনের সেলফি

প্র: আপনারা প্রযোজক হিসেবে তুলনায় নতুন। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে যতই পাশে দাঁড়ানোর কথা বলা হোক না কেন, ভিতরে রেষারেষি আছেই। সহকর্মীদের কাছ থেকে কতটা সাপোর্ট পেয়েছেন?

যশ: অনেকে সাপোর্ট করেছেন, অনেকে করেননি।

নুসরত: ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই নিজের মতো করে আমাদের পাশে থেকেছেন।

প্র: এই প্রশ্নটি নুসরতের জন্য। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে এত উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। অবশেষে নিজের জন্য যশকে বেছে নেওয়ার পিছনে কী ভাবনা ছিল?

নুসরত: আমি ভাবিনি। এখনও ভাবছি! এখানে আমি মাথা নয়, মন দিয়েছি। মন অত ভাবনাচিন্তা করে না। মায়ের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করি। তাই মাকেই প্রথম জানিয়েছিলাম যশকে ভাল লাগার কথা। মা শুনে বলেছিল, 'ছেলেটার হাইট ভাল, তোর সঙ্গে মানাবে।'

প্র: আপনারা দু'জনেই ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড়ঝাপ্টা সামলেছেন। নুসরত মা হওয়ার সময়ে প্রচুর ট্রোলড হয়েছিলেন। কঠিন সময়টা কীভাবে পার করে এলেন?

নুসরত: এই ঘটনার চার বছর হয়ে গিয়েছে। টাইম মেশিনে পিছিয়ে না গিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

প্র: কিন্তু নিশ্চয়ই সেই কঠিন সময় কিছু শিখিয়েছে?

যশ: ট্রোলের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই। রোজকার ব্যাপার। খারাপ লাগে একটাই কারণে, আমাদের বাবা-মায়েরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকেন। তবে ট্রোলের সময়েও অনেক মানুষ পাশে ছিলেন। স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, অন্ধকার সময় কাটিয়েছি। তবে টাইম গিভস দ্য বেস্ট আনসার। সময় সঠিক উত্তর দিয়ে দেয় সকলকে। এখন যেমন মানুষের ভালবাসা, সমর্থন পাচ্ছি।

নুসরত: ওই সময়টা খুবই ডিস্টার্বিং ছিল। যশ আমাকে সবসময় শান্ত রাখত। প্রেগন্যান্সির সময় আমাদের মহিলাদের অনেক হরমোনাল ইসু হয়, সেগুলোও সামলানোর ক্ষেত্রে যশ অনেক



ফোটো: দেবর্ষি সরকার, **মেকআপ:** তাপসী পাল, **হেয়ার:** বিশাল, **স্টাইলিং:** কিয়ারা সেন, **ফুড পার্টনার:** দ্য বেঙ্গল লাউঞ্জ, দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, **হসপিট্যালিটি:** পোলো ফ্লোটেল,



পোশাক: কিয়ারা সেন (নুসরত জাহান), জিৎ-সত্য (যশ), কলকাতা

সাহায্য করেছে।

যশ: আমি ওকে একটাই কথা বলতাম, সময় সবকিছু ঠিক করে দেবে।

প্র বাচ্চার বাবা কে, তাই নিয়েও জলঘোলা কম হয়নি।

যশ: হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি-ই মিডিয়াকে মিষ্টি খাইয়েছিলাম। মুখে বলাটাই কি সব?

নুসরত: হাসপাতালে থাকাকালীন প্রতিদিনই যশ আমার সঙ্গে ছিল। ঈশানের জন্মের কয়েকদিন পরেই আমি মুখে মেকআপ করে হিলস পরে ইভেন্টে গিয়েছিলাম। আমাদেরও

প্র রেয়াংশ নুসরতকে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে?

নুসরত: ও আমাকে নয়না আন্টি বলে ডাকে। বাচ্চারা এখন খুবই প্রোগ্রেসিভ এবং আপডেটেড। তবে ওদের দু'জনের কাছে বাবা-ই শেষ কথা।

যশ: ওরা দু'জনে আমাকে ভয়ও পায় বেশি, ভালওবাসে বেশি।

নুসরত: আর আমাকে শুধু অত্যাচার করে দু'জনে (হাসি)!

প্র এক ছাদের তলায় থাকার পরে একে অপরের ব্যাপারে নতুন কী



ফোটো: প্রবীর মিত্র

■ 'আড়ি' ছবির আইটেম সং লঞ্চে যশ-নুসরতের সঙ্গে খোশগল্পে শ্রাবন্তী

তো সংসার চালাতে হবে। সেখানেও এক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার সন্তানের বাবা কে?' আমি বলেছিলাম, 'বাবা জানেন বাবা কে!' সেই কথাটাও খুব ভাইরাল হয়েছিল।

যশ: আসলে মিডিয়াতে যখন খবর আসে, লোকে ভাবে গল্প তখন থেকে শুরু। কিন্তু গল্প তো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়।

প্র যশের বড় ছেলের (প্রথম পক্ষের) সঙ্গে ঈশানের বন্ডিং কেমন?

নুসরত: দুই ভাইয়ের মধ্যে দারুণ বন্ডিং। রেয়াংশ (বড় ছেলে) আর ঈশান, দু'জনেই কিন্তু হুবহু যশের মতো দেখতে।

যশ: রেয়াংশ তো ঈশানকে নিয়ে খুব পোজ়েসিভ। সবসময় আগলে রাখে।

নুসরত: ঈশানের হাতে কিন্তু রেয়াংশ মারও খায়!

আবিষ্কার করেছেন?

যশ: অনেককিছু। অনেক বিষয় বলাও যাবে না, একটু প্রাইভেট! আমরা শিল্পী, আমাদের কাজ হল মেকআপ করে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করা। কিন্তু তার পিছনেও রক্তমাংসের একটা মানুষ আছে। সেই মানুষ দুটো বাড়িতে থাকে, তারা ক্যামেরার সামনে আসে না। তারা আর পাঁচটা মানুষের মতোই। ঝগড়া করে, সংসার সামলায়, রেশন কেনে, স্টাফদের পেমেন্ট করে। আমরাও তাই করি। ওই জীবনটা বেশি এক্সপোজ় করি না। আমি যে নুসরতের সঙ্গে বাড়িতে থাকি, তাকে অন্য মানুষরা চেনেন না।

নুসরত: আমারও একই মত। আমি যার সঙ্গে থাকি, তাকে মানুষ চেনেন না। অনেক দিক আবিষ্কার হয়েছে, কোনও একটা তুলে ধরা যাবে না।

BOLLYBUZZ



শর্বরীর সংযোজন

বড়পর্দায় বড় কিছু করতে চলেছেন অভিনেত্রী শর্বরী ওয়াঘ। ‘বেদা’ কিংবা ‘মহারাজ’-এর মতো ছবির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সেনসেশন হয়ে উঠেছেন তিনি। চলতি বছরে তাঁর হাতে রয়েছে ‘আলফা’র মতো অ্যাকশন ছবি, যেখানে তিনি আলিয়া ভট্টর সঙ্গে অভিনয় করবেন। এর মধ্যেই বড় খবর, ‘ডন থ্রি’-তে মুখ্য চরিত্রে থাকবেন শর্বরী। ‘ডন’ ফ্রাঞ্চাইজ়ির তৃতীয় পর্বে শাহরুখের জায়গা নিয়েছেন রণবীর সিংহ। কিন্তু প্রিয়ঙ্কার জুতোয় কে পা গলাবেন, তা নিয়ে ছিল জল্পনা। প্রথমে এই চরিত্রের জন্য কিয়ারা আডবাণীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আগামী বেশ কিছু মাস মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকবেন তিনি। তাই এই চরিত্রের জন্য শর্বরীকেই নেওয়া হয়েছে। এমন একটি প্রোজেক্টে কাজ করার জন্য উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রীও।

■ শর্বরী ওয়াঘ

ভাবনাকে সেলাম

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে আমির খানের আগামী ছবি ‘সিতারে জ়মিন পর’। প্রায় ১৮ বছর পর আসছে ‘তারে জ়মিন পর’-এর সিকোয়েল। এই ছবিতে থাকছে বিশেষ চমক। ১০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশু অভিনয় করেছে এই ছবিতে। বলা বাহুল্য, তাদের নিয়েই এই ছবি। এরকম ভাবনা প্রশংসা জানানোর মতোই। মূলত স্পোর্টস ড্রামা হতে চলেছে ছবিটি, যা হালফিলের ছবির চেয়ে একেবারে আলাদা হবে। সাধারণ মানুষকে বিশেষ বার্তা দেবে এই ছবি। আমির খান ও কিরণ রাও প্রযোজিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন আর এস প্রসন্ন। খুব শীঘ্রই বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ছবিটি। আমির খানের পাশাপাশি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জেনেলিয়া ডি’সুজ়াকে।



আমির খান

কিং-এ কারা?

শাহরুখের ছবিতে একাধিক তারকাযোগ। ‘কিং’ ছবিতে দেখা যাবে জয়দীপ অহলাওয়াত এবং আরশাদ ওয়ারসিকে। জোড়া বিস্ফোরণ! ‘কিং’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন আরশাদ। তবে জয়দীপের কাছে ‘কিং’ ছবির প্রস্তাব রেখেছেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ স্বয়ং। অভিনেতা এখনও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন কিনা, জানা যায়নি। এছাড়া ছবিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করার কথা দীপিকা পাড়ুকোনের। সেই জায়গাতেও অবশ্য রয়েছে ধোঁয়াশা। কারণ দীপিকার উত্তর পাওয়া যায়নি। ছবির বড় চমক, শাহরুখ ও গৌরী প্রযোজিত এই ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় পা রাখছেন সুহানা।



ঋদ্ধিমা ও নিতু

ঋদ্ধিমার ডেবিউ

বড়পর্দায় পা রাখতে চলেছেন ঋষি-কন্যা ঋদ্ধিমা কপূর সাহানি। কপূর-কন্যারা ফিল্মি দুনিয়ার ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়। খানিক পিছিয়ে ছিলেন রণবীর কপূরের দিদি। করণ জোহরের ‘ফ্যাবিউলাস লাইফ ভার্সেস বলিউড ওয়াইভস’ সিরিজ়ে এর আগে অভিনয় করেছেন তিনি। বড়পর্দায় এটাই হতে চলেছে ঋদ্ধিমার প্রথম কাজ। ঋদ্ধিমার পাশাপাশি কমেডি ঘরানার এই ছবিতে থাকবেন নিতু কপূর এবং কপিল শর্মা। জানা গিয়েছে, চন্ডীগড়ে শুরু হয়েছে ছবির শুটিং। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন আশিস আর মোহন। চলতি বছরের শেষে মুক্তি পাবে ছবিটি।



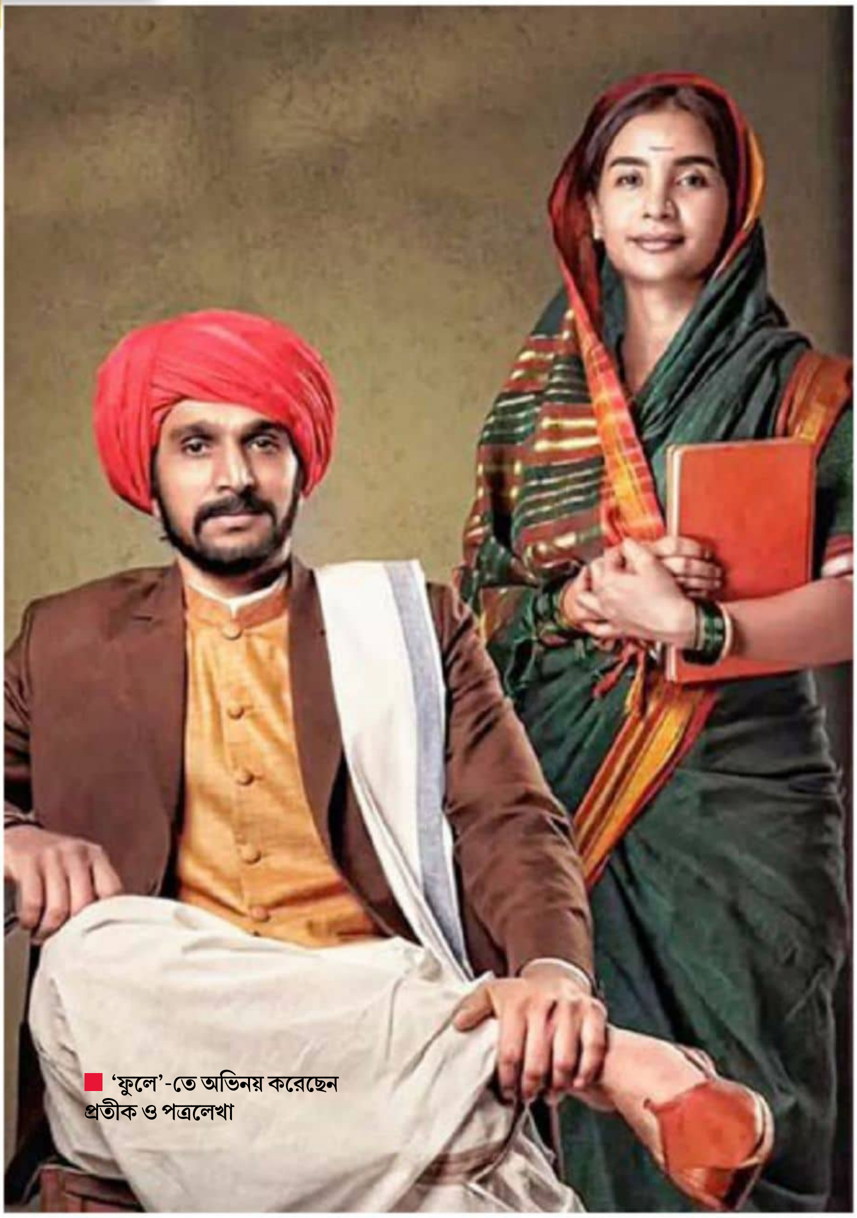
আরশাদ ওয়ারসি ও জয়দীপ অহলাওয়াত



উর্বশী রউতেলা

উর্বশীর মন্দির!

উর্বশী রউতেলা মানেই বিতর্ক! না জেনে মন্তব্য করা তাঁর মুদ্রাদোষ বলা যেতেই পারে। তাঁর নামে নাকি মন্দির রয়েছে, সম্প্রতি এমনই দাবি করেছেন অভিনেত্রী। তাঁর নামেই নাকি ওই মন্দিরে দর্শনার্থীদের সমাগম। বদ্রীনাথ মন্দিরের ঠিক পাশেই নাকি রয়েছে এই মন্দির। কোনও মজা নয়, বেশ সিরিয়াস হয়েই এই দাবি করেন উর্বশী। এখানেই শেষ নয়। তিনি চান, দক্ষিণ ভারতেও তাঁর নামে একটি মন্দির হোক। কারণ দক্ষিণের বড় বড় তারকাদের সঙ্গে একাধিক কাজ করেছেন তিনি। উর্বশীর এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বদ্রীনাথের পুরোহিত সংঘসহ স্থানীয়রা। তাঁরা জানান, মন্দির রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই অভিনেত্রী উর্বশী রউতেলার নয়। দেবী উর্বশীর মন্দির সেটি, যার সঙ্গে দেশের পুরাণ, ধর্ম, সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে।



■ 'ফুলে'-তে অভিনয় করেছেন প্রতীক ও পত্রলেখা

সিনেমায় নতুন ইতিহাস

সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় একগুচ্ছ ছবি। সেই দাদাগিরি নিয়ে মুখ খুলে কোপে পড়লেন অনুরাগ কশ্যপ। তবে নেপথ্যের চিত্র কি আরও অন্ধকার নয়? উঁকি দিয়ে দেখলেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

ধড়ক ২: মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল নভেম্বর, ২০২৪-এ। তারপর সেটা পিছিয়ে যায় হোলি অবধি। কিন্তু হোলিতেও ছবিটি মুক্তি পায়নি।
পঞ্জাব ৯৫: মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে।
ফুলে: ১১ এপ্রিল ২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫ এপ্রিল পিছিয়ে গিয়েছে মুক্তি।
সন্তোষ: সম্ভবত এদেশে মুক্তি পাবে না।

উপরোক্ত সবক'টি ছবিই আটকে সেন্সর বোর্ড বা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। এই বোর্ড সিনেমার আইনত মুক্তি হয়তো আটকাতে পারে না। কিন্তু সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করতে পারে, দৃশ্য বাদ বা পাল্টে দেওয়ার 'উপদেশ' দিয়ে ঝুলিয়েও রাখতে পারে। তাতে আটকেই যায় ছবি। আর এখন দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও ছবি কোনও বক্তব্য পেশ করলে তাকে সেন্সর বোর্ডের কড়া স্ক্যানারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেখানে নির্মাতারা নমনীয় হয়ে 'উপদেশ' মেনে নিলে ছবি মুক্তির আলো দেখবে, নয়তো দেখবে না।

অনন্ত মহাদেবন পরিচালিত ছবি 'ফুলে'র ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের বাড়াবাড়ি দেখে যেমন মুখ খুলে ফের বিপদে পড়লেন অনুরাগ কশ্যপ। তিনি এমনিই বেশ ঠোঁটকাটা। তার জন্য প্রায়ই বিপদে পড়েন। তিনি একটি দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, 'ধড়ক ২-এর স্ক্রিনিংয়ে সেন্সর বোর্ডের কর্তারা বলেছেন, মোদীজী জাতিপ্রথা শেষ করে দিয়েছেন। ওদিকে 'ফুলে' ছবিটির একটি দৃশ্য বাদ দিতে হয়েছে ব্রাহ্মণ সমাজের অভিযোগে! জাতিপ্রথা উঠে গেলে ব্রাহ্মণ বলে আর কেউ থাকে নাকি?' এই কথা বলতে গিয়ে তিনি অপশব্দও ব্যবহার করেন, যার কারণে তাঁকে আবার সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হয়। তবে নিজের বক্তব্যের জন্য তিনি খুশি মনে ক্ষমা চাননি। চেয়েছেন বাধ্য হয়ে। কারণ তাঁর মেয়ে, পরিবার, মহিলা সহকর্মীদের ধর্ষণ এবং খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল! যাই হোক, অনুরাগ হয়তো আবেগতাড়িত হয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তবে যে প্রশ্নটা তিনি করেছেন, সেই দিকে বরং নজর দেওয়া যাক।

জাতপাত বলে কিছু নেই!

ধর্মা প্রডাকশনসের ছবি, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী-তৃপ্তি দিমরি অভিনীত 'ধড়ক ২'-কে সেন্সর বোর্ড রেটিংই দিতে



■ জনরোষের মুখে অনুরাগ কশ্যপ

পারছে না। কারণ ছবিতে জাতিপ্রথা এবং বর্ণবিদ্বেষের দৃশ্য রয়েছে। ‘ধড়ক’ ছবিটিতেও অনার কিলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। দুই প্রেমীর উপর বর্ণবিদ্বেষের কোপ পড়া এই নতুন ছবির উপজীব্য। কারণ ছবিটি তামিল ছবি ‘পারিয়েরাম পেরুমল’ ছবির অফিশিয়াল হিন্দি রিমেক। যেমন ‘ধড়ক’ ছিল মরাঠী ‘সাইরাট’-এর রিমেক। অথচ ‘পারিয়েরাম পেরুমল’-কে সেন্সরের ঝামেলা পোহাতে হয়নি। একইভাবে ‘ফুলে’ সিনেমাটি ভুগেছে সেন্সরশিপের জন্য। জ্যোতিরাও ফুলে ও সাবিত্রীবাঈ ফুলে মহারাষ্ট্রের সমাজসংস্কারক, জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে জ্যোতিরাওয়ের অহিংস লড়াইয়ের কারণে তাঁকে মহাত্মা ফুলে বলা হয়। ব্রাহ্মণ সমাজের আপত্তির কথা মাথায় রেখে এই ছবিটিতে চলেছে সেন্সরের কাঁচি। যেমন ‘মাহার’, ‘পেশোয়াই’ (জাতের নাম)-এর মতো শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। ‘তিন সও সাল কী গুলামি’ বদলে হয়েছে ‘কয়ি সাল কী গুলামি’। পরিচালক অনন্ত মহাদেবনের মতে, এই বদলগুলো করায় ছবির বক্তব্য কিছু পাল্টায়নি বলে তিনি আপত্তি করেননি। তবে এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে কি ইতিহাস পাল্টে দেওয়ার প্রয়াস হচ্ছে? এর আগেও জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাঈ ফুলেকে নিয়ে মরাঠী ছবি হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডের এমন কড়া মনোভাব ছিল না। তবে কি ‘ফুলে’ হিন্দি ভাষার ছবি বলে চলল এমন কাঁচি? হিন্দি বলয়ে হিন্দিভাষী মানুষের কাছে যে কনটেন্ট পৌঁছচ্ছে, তার বেলায় বেশি কড়া সেন্সর বোর্ড? একই কারণে ‘পারিয়েরাম পেরুমল’ ছাড় পেয়ে যায়, কিন্তু তার

> ‘মাহার’, ‘পেশোয়াই’ (জাতের নাম)-এর মতো শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে ‘ফুলে’ ছবি থেকে। ‘তিন সও সাল কী গুলামি’ হয়েছে ‘কয়ি সাল কী গুলামি’। তবে মোটের উপর ছবির বক্তব্য অক্ষত থেকেছে

হিন্দি রিমেক ‘ধড়ক ২’ আটকে যায়! তামিল ছবিটির ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থান তামিলনাড়ু। কিন্তু হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ বলেই কি ছবিটি আটকে গেল? সত্যিই তো, রাষ্ট্রের ক্ষমতায়



‘পঞ্জাব ৯৫’-এ জসবন্ত খালরার ভূমিকায় দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ



‘ধড়ক ২’ যে তামিল ছবির রিমেক, সেই ছবিকে আটকায়নি সেন্সর বোর্ড

থাকা পার্টি যদি জাতিপ্রথার অবসান ঘটিয়ে থাকে, তবে ‘ধড়ক ২’-র পোস্টারে ‘দলিত লাইভস ম্যাটার’ লেখার মানে কী? যে দেশে জাতিপ্রথা নেই, সেখানে কে দলিত, কে ব্রাহ্মণ! অথচ ‘ফুলে’ সিনেমার দৃশ্যাবলিতে ব্রাহ্মণ সমাজের ভাবাবেগ আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে বাদ দিতে হয় শব্দ এবং দৃশ্য। অচিরে পাল্টে যায় ইতিহাস।

পুলিশি নৃশংসতা? সে আবার কী?

তবে কেবল জাতপাত নয়, পুলিশ-প্রশাসনের ভাবমূর্তিও সেন্সর বোর্ডের ফোকাসে রয়েছে। সেই কারণেই দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ অভিনীত ‘পঞ্জাব ৯৫’ ছবিটি মুক্তি পায়নি। আদৌ পাবে কিনা, জানা নেই। হানি ত্রেহান পরিচালিত ‘পঞ্জাব ৯৫’ মানবাধিকার কর্মী জসবন্ত সিংহ খালরার বায়োপিক। আট এবং নয়ের দশকে পঞ্জাব পুলিশ ২৫০০০ যুবার এনকাউন্টার করে, তাদের গণকবর দেওয়া হয়, এই চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তের মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসেন জসবন্ত। ’৯৫ সালে তাঁকে অপহরণ এবং খুন করা হয়, যার জন্য চারজন পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। খালরার তদন্তে বেরিয়েছিল, পঞ্জাব পুলিশ ২০০০ পুলিশকর্মীকেও মেরেছিল, তারা এই গণহত্যায় অংশ নিতে চায়নি বলে। গোটা দেশে পুলিশি নৃশংসতা



■ কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাহানা, সন্ধ্যা সুরি ও সুনীতা রাজওয়ার

সেন্সর বোর্ড থেকে তাঁকে কয়েক পৃষ্ঠার চিঠি দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা বলেছেন, কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। তবে সেন্সর বোর্ডের দাদাগিরির সামনে মাথা নোয়াবেন না।

নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন পুলিশের ভাবমূর্তির উপর কালো ছায়া আনতেই পারে এই ছবি। এবং সেই ভাবমূর্তিকে বাঁচাতেই বোধহয় সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেছে এই ছবিটিকে। যে ছবি ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তা কবে মুক্তির আলো দেখবে, তা নিয়ে কোনও তথ্যই নেই আপাতত। যেমন ধরে নেওয়াই যায়, সন্ধ্যা সুরি পরিচালিত ‘সন্তোষ’ নামের যে ছবি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত, ইউনাইটেড কিংডমের অফিশিয়াল অস্কার-এন্ট্রি, তা ভারতবর্ষে মুক্তি পাবে না। তার কারণ, এই ছবি সেন্সর বোর্ডের দুর্বলতম দুই নাড়িই টিপে ধরেছে! এটি একটি পুলিশকর্মীর এগল্প যে একদিকে জাতিপ্রথা, অন্য দিকে পুলিশি দুর্নীতি এবং নৃশংসতার সাক্ষী। একটি মার্কিন পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সন্ধ্যা সুরি জানিয়েছেন, একটি-দু’টি বদল হলে তিনি হয়তো করেই দিতেন। তবে সেন্সর বোর্ড থেকে তাঁকে কয়েক পৃষ্ঠার চিঠি দেওয়া হয়েছে, যাতে



■ ‘সন্তোষ’ ছবির দৃশ্যে সাহানা গোস্বামী

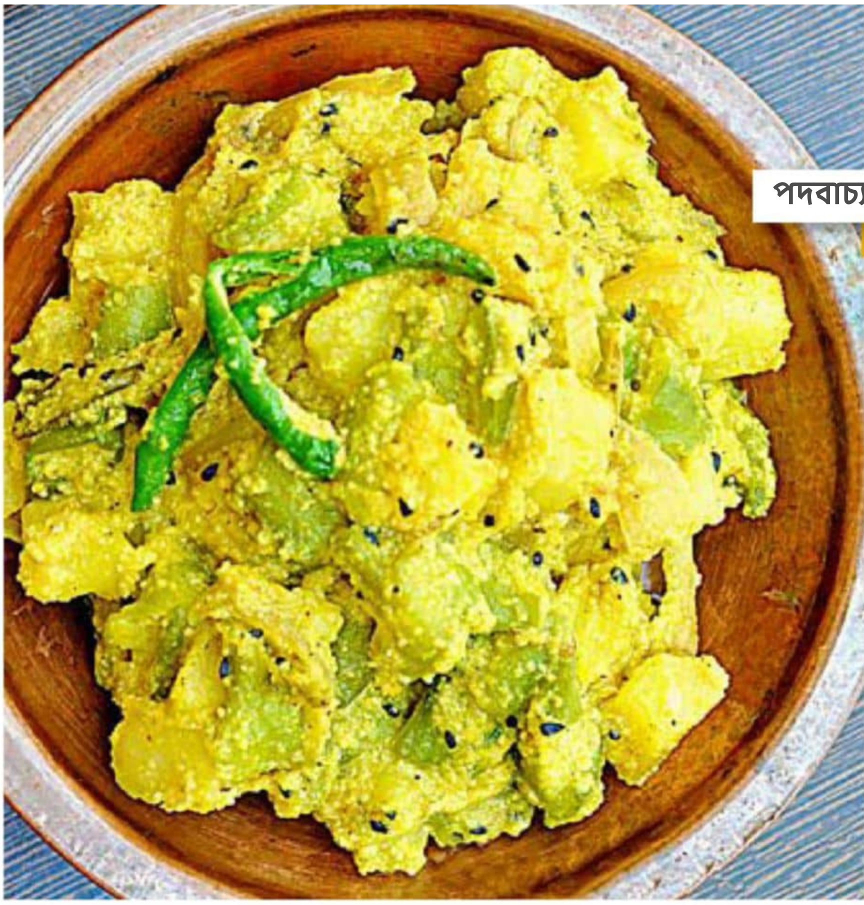
তালিকাভুক্ত রয়েছে দৃশ্যের বদল। সেই বদলগুলো করতে গেলে, ছবিটিকে পুনরায় শুট করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, পুলিশি নৃশংসতা বা সামাজিক বৈষম্যের যে দৃশ্য তাঁকে বাদ দিতে বলা হয়েছে, তার বিষয় বা আঙ্গিক আগে অন্য ছবিতে বিনা বাধায় দেখানো হয়েছে। তবে তাঁর ছবির ক্ষেত্রে এই বাধা কেন? সন্ধ্যা যদি নাছোড়বান্দা হন এই বদলগুলো না করার ক্ষেত্রে, তবে ছবিটি এদেশে মুক্তি পাবে না। সন্ধ্যা বলেছেন, তিনি আইনি সহায়তা নেবেন, কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। তবে সেন্সর বোর্ডের দাদাগিরির সামনে মাথা নোয়াবেন না।

এখন প্রশ্ন হল, যদি একই বিষয়বস্তুতে আঞ্চলিক ভাষার ছবি ছাড়পত্র পায় কিন্তু তার হিন্দি রিমেক সেন্সরশিপে আটকে যায়, তা থেকে কী প্রমাণ হয়? হয়, একটি বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানে জাতপাত বেশি রয়েছে, নতুবা সেই বিশেষ বলয় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পার্টির ভোট ব্যাঙ্ক। সেই বিশেষ বলয়গুলির পুলিশি নৃশংসতা বা দুর্নীতি হয়তো ভোট ব্যাঙ্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই সার্টিফিকেশন বোর্ড বলপ্রয়োগ করছে বিনোদন জগতের উপর। সত্যিই তো, সিনেমা সমাজ বদলাতে পারে না, সমাজের বদল দেখাতে পারে। কিন্তু সত্যিই যদি জনমানসে সিনেমার প্রভাব এতই কম হত, তা হলে কি সিনেমার বিষয়বস্তু বা দৃশ্যকে ডরাতেন সেন্সর বোর্ডের কর্তারা? নইলে এক আঁতেল সিনেমাওয়ালা কী বক্তব্য রাখল, তাতে কী-ই বা এসে যেত কারও?

তবে যে ওটিটি-প্রেমীরা আশা করছেন সিনেমা হলে মুক্তি না পেলেও এই ছবি ওটিটি-তে ঠিক চলে আসবে, তাঁদের উদ্দেশে বলি, দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিস’ নামের যে ছবি এক কশ্মীরি পণ্ডিত এবং মুসলিমের বন্ধুত্ব নিয়ে ছিল, সেই ছবিটি নেটফ্লিক্স স্ট্রিম করবে না। সারাবিশ্বের ফেস্টিভ্যালে ঘুরলেও সেই ছবি দেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। ধীরে ধীরে ক্ষমতার আস্ফালন অন্দরমহলেও প্রবেশ করছে, বুঝতে পারছেন তো?

ঝিঙে পোস্ত : অনির্বাণ চক্রবর্তী

পছন্দের বাঙালি খাবার কী? প্রশ্ন করতেই অনির্বাণ চক্রবর্তীর উত্তর “পোস্ত, কাঁচালঙ্কা আর সরষের তেল থাকলেই হবে আমার পছন্দের বাঙালী পদে।” এর সঙ্গেই তাঁর সংযোজন অবশ্যই নিরামিষ হতে হবে। উত্তর শুনে পোস্তর কোনও রেসিপির কথাই মাথায় আসবে। তবে এর মধ্যেও রয়েছে ভেদাভেদ। শুধু আলু পোস্ত নয়, তাঁর পছন্দ ঝিঙে পোস্ত।



ঝিঙে পোস্ত



পোস্ত



নারকেল কোরা



সরষের তেল



পর্দার পেটুক-রসিক ‘একেনবাবু’ বাস্তবে কেমন? বাস্তবেও কি তিনি খাদ্যপ্রেমী? দর্শকদের মনে এরকম হাজার প্রশ্ন। তাই বাঙালির নববর্ষ আসতেই অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর পছন্দের বাঙালি পদের সন্ধান করা হয়েছে। তবে মাছ, মাংস বা এলাহি কোনও খাবার নয়, তাঁর পছন্দ নিরামিষ পদ। আর সেটা হল ঝিঙে পোস্ত। পোস্ত, কাঁচালঙ্কা, সরষের তেল তো থাকবেই, কিন্তু অভিনেতার নির্দেশ অবশ্যই এই পদে যোগ করতে হবে নারকেল কোরা। তাহলে নাকি স্বাদ হয় ফাটাফাটি! চলুন দেখে নেওয়া যাক অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর পছন্দের বাঙালী পদের রেসিপি।

উপকরণ : পোস্ত ৫০ গ্রাম, ঝিঙে ৩ টে (মাঝারি মাপের), নারকেল কোরা ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৫ টা, কালোজিরে ২ চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১/২ চামচ, কাজু ৪-৫টি, সরষের তেল ৪ টেবিল চামচ

প্রণালী: প্রথমে গোটা পোস্ত, কাজু ও ৩ টে কাঁচালঙ্কা পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সরষের তেল গরম করে কালোজিরে ফোড়ন ও ২ টো চিরে রাখা কাঁচালঙ্কা দিতে হবে। এবার কেটে রাখা ঝিঙে কড়াইতে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিতে হবে। কড়াই ঢাকা দিয়ে ঝিঙেগুলো অল্প আঁচে সেদ্ধ হতে দিতে হবে। ঝিঙে সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে কাজু ও পোস্ত বাটা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়িয়ে নারকেল কোরা দিয়ে দিতে হবে। আরও বেশ কিছুক্ষণ অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিতে হবে প্রয়োজনমতো জল। ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট মতো রান্না করলেই প্রস্তুত সকলের পছন্দের ‘একেনবাবু’র প্রিয় পদ, নারকেল কোরা সহযোগে ঝিঙে পোস্ত। নামানোর আগে অবশ্যই উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে সামান্য সরষের তেল।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সাগরিকা চক্রবর্তী

আমি আগে চাষী, তারপর

প্র আপনার প্রথম ওয়েব সিরিজ় 'জিম্মি' মুক্তি পেয়েছে। সেখানে আপনার নাম 'রুনা লায়লা'। এই নামের সঙ্গে দুই বঙ্গের দর্শক বা পাঠককে আলাদা করে পরিচয় করানোর প্রয়োজন নেই। কী ভেবে চরিত্রের এই নামকরণ?

তার উত্তর সিরিজ়ে রয়েছে। এবং এমনিতেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে চরিত্রের মা-বাবার মধ্যে কেউ রুনা লায়লার গানের অনুরাগী বলে মেয়ের এহেন নামকরণ হয়েছে। সেলেব্রিটিদের নামে বাচ্চার নাম রাখার চল তো রয়েছেই বহুদিন ধরে। এই নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল প্রথমেই। আমার মনে হয়, যে-কোনও চরিত্রের ক্ষেত্রেই নামটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নাম শুনে চরিত্রটির আর্থসামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সে কোন জায়গা থেকে এসেছে, কোন সময়ের মানুষ, এগুলো বোঝা যায়। যেমন এখনকার কোনও বাচ্চার নাম হলে আজকের কোনও তারকার নাম অনুযায়ী হবে, যেমন তাসনিয়া। কিন্তু আমার চরিত্রটির নাম যেহেতু রুনা লায়লার মতো এক কিংবদন্তির নামে, তাই তার বয়স কত, এটা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া, চরিত্রটিকে তার কলিগরা 'মিস লায়লা' বলে ডাকে। এই লায়লা নামটার মধ্যে আমার মনে হয়, একটা রহস্যও রয়েছে। লায়লা বললে আমার একজন রহস্যময়ী, আকর্ষক নারীর কথা মনে হয়।

প্র ভারত-বাংলাদেশের মহিলা চরিত্রদের সাধারণ সিনেমা-সিরিজ়ে ত্যাগ স্বীকার করতে দেখা যায়। কিন্তু রুনা লায়লা নিজের স্বপ্নটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে বলে মনে হয়। একজন 'কন ওম্যান' হিসেবে তাকে দেখানো হয়েছে। এই বিষয়টা আপনার কেমন লেগেছে?

দেখুন, ট্রেলার থেকেই স্পষ্ট যে সে এক বাক্স টাকা পেয়েছে। এরপর সে কী করবে, সেটাই সিরিজ়ের গল্প। আমরা উপমহাদেশ, বিশেষত ভারত বা বাংলাদেশের মহিলাদের দেখেছি নিজের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে পরিবারের জন্য সব দিয়ে দিতে। ইদ হোক বা অন্য যে-কোনও পুজো পার্বণ, মায়েদের দেখেছি নিজের জন্য কাপড় না কিনে, সন্তান বা পরিবারের জন্য কিনতে। নিজে না খেয়ে বাকিদের খাবার দিতে। রুনা লায়লার মতো চরিত্র অভিনেত্রীরা কম পান। তবে এমন অনেক চরিত্র আমরা পুরুষদের করতে দেখেছি, যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বেশিরভাগ ইন্টারেস্টিং চরিত্র, যার অনেক শেড রয়েছে, তা পুরুষ অভিনেতাদের জন্যই লেখা হয়। মহিলা হলেই সে পুরোপুরি সাদা, বা পুরোপুরি কালো। এই ধরনের ধূসর চরিত্র কমই লেখা হয় মহিলাদের জন্য। ফলে এমন চরিত্র তৈরি করার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ। এই মানুষটি মানুষের মতো, যার মধ্যে দোষ-গুণ আছে, সবক'টি রিপু রয়েছে।



'জিম্মি'র পরিচালকের সঙ্গে

বড় পর্দার প্রতি প্রেম ধরে রেখেই প্রথমবার ওয়েব সিরিজ়ে অভিনয় করলেন **জয়া আহসান**। 'জিম্মি' মুক্তির পর দীর্ঘ ফরম্যাটে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, সিনেমা হলের অস্তিত্ব সংকট এবং তাঁর এক ভিন্ন অবতার নিয়ে তিনি **অংশুমিত্রা দত্ত**-র মুখোমুখি।

প্র বাংলাদেশে একটা সময় টেলিভিশন সিরিজ়ে আপনি কাজ করেছেন। তার সঙ্গে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সিরিজ়ের মিল বা অমিল কী দেখলেন?

টেলিভিশনে অনেক আগে আমি কাজ করেছি দীর্ঘ ফরম্যাটে। কিন্তু তখন আমরা জানতাম ওটা ছোট পর্দার জন্য তৈরি হচ্ছে। ফলে ক্লোজ়আপ বেশি থাকবে, নিজের ক্লোজ়আপ শটের উপর বেশি জোর দিয়েছি তখন। টেকনিক্যাল জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হত। তবে এখন ওয়েব সিরিজ় সিনেমার মতো করেই শুট করা হয়। তাতে অ্যাকটিংয়ের তো কোনও পরিবর্তন হয় না।

প্র গতবছর আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আপনি সিনেমা হলের ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলেছিলেন। ওয়েব সিরিজ় করার পর আপনার কী মনে হচ্ছে?

ডিজিটালাইজ়েশনের যুগে হাতের মুঠোয় কনটেন্ট দেখছে মানুষ, যুগের এই পরিবর্তন তো মেনে নিতেই হবে। ফরম্যাট চেঞ্জ হবেই। তবে ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচ ভীষণভাবে দরকার। সিনেমা হলে যখন মানুষ যাচ্ছে, তখন একটা সময় নিয়ে যাচ্ছে। রিমোট দিয়ে সিনেমা বন্ধ করে বলতে পারে না, 'যাই ডালে সম্বার দিয়ে



অভিনেত্রী: জয়া আহসান



■ জয়া আহসান

আসি!' এত মানুষ একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখছে, হাততালি দিচ্ছে... সমাজের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আমি তো বড় পর্দার আকর্ষণ কোনওদিন ছাড়তে পারব না।

প্র আপনি নিজে সোশ্যাল মিডিয়া কতটা ব্যবহার করেন?

কাজের প্রচারের জন্য, জনসংযোগের জন্য ব্যবহার করতেই হয়।

প্র আপনার 'কৃষক' অবতার সোশ্যাল হ্যান্ডলে প্রায়ই দেখা যায়। কোথায় করেন চাষবাস?

ঢাকার খুব কাছে জ়িন্দা পার্ক বলে একটি জায়গায় আমার ফার্ম। আজ সকালেও ওখানেই ছিলাম। প্রথমবার তরমুজ হয়েছে আমার ফার্মে। আমি বেশি করে চাষবাসের ভিডিয়ো দিই, কারণ ওটা আমার কাছে খুব থেরাপিউটিক। সেটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে



■ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র দৃশ্যে আবীর ও জয়া

পড়ুক, আমি চাই। আমি তো সকলকে বলি, আমি আগে চাষী, তারপর অভিনেত্রী।

প্র আপনার পরের ছবি, সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কবে মুক্তি পাবে?

ওটা তো ইতিমধ্যে বেশ ক'টি ফেস্টিভ্যালে গিয়েছে, আমরাও গেছিলাম। আরও কিছু ফেস্টিভ্যালে ঘুরবে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' যে-কোনও অভিনেত্রীর কাছেই একটি স্বপ্নের প্রজেক্ট, বাংলা সাহিত্যের একটি রত্ন। আমিও মুখিয়ে আছি দুই বাংলার দর্শকের কাছে এই ছবিটি নিয়ে আসতে।

মেঘে ঢাকা তারারা...

তিন কিংবদন্তি অভিনেত্রী ফিরলেন বাংলা সিনেমায়। একমাসের ব্যবধানে। **শর্মিলা, রাখী ও মৌসুমী**র স্পর্শে সমৃদ্ধ হল কি টলিউড? লিখেছেন **পায়েল সেনগুপ্ত**



শর্মিলা ঠাকুর

বাংলা চলচ্চিত্রে এক নস্টালজিক হাওয়া বয়ে এনেছেন মেঘে ঢাকা তারকারা। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও রাখী গুলজ়ার। দীর্ঘ বিরতির পর এই তিনজন কিংবদন্তি অভিনেত্রী আবার বাংলার রুপোলি পর্দায় ফিরেছেন, যা বাঙালি দর্শকের জন্য এক আবেগঘন মুহূর্ত। শর্মিলা ঠাকুর ফিরেছেন সুমন ঘোষের 'পুরাতন'-এর মাধ্যমে। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় আসছেন 'আড়ি' নিয়ে। এবং রাখীর ঝুলিতে 'আমার বস'। শর্মিলা ও মৌসুমীর তুলনায় রাখী গুলজ়ারের বাংলা ছবি কম। সত্যজিৎ রায় ও তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালকদের হাতেই হাতে খড়ি যে দু'জনের, তাঁদের তুলনায় রাখী বাংলাতে গোড়ায় একটু নিষ্প্রভ হলেও তিনি নিজেকে উজ্জ্বল করে নিয়েছেন হিন্দি চলচ্চিত্রের দুনিয়ায়। বাংলার অভিনেতা অভিনেত্রীদের যে আরব সাগরে পাড়ি দিয়ে জনপ্রিয় হওয়ার পরম্পরা, তাতে এই তিনজন অত্যুজ্জ্বল। বাঙালি আসলে কী চায়, বলা মুশকিল। বাংলার সন্তান বাংলার বাইরে বিখ্যাত হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করুক, নাকি বাংলার বুকেই বিখ্যাত হয়ে সার্বিক পরিচিতি লাভ করুক, ঠিক কোনটা যে বাঙালির আসল কাম্য ধরা যায় না। তবে রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতেও বাঙালি কখনওই পুরোপুরি খুশি নয়। জনপ্রিয়তা বা বিখ্যাত হওয়ার পরেও তাঁদের শিকড়ে ফিরে আসা, কোথাও যেন আত্মতৃপ্তি দেয়। কিন্তু মানসিকতা যেমনই হোক, শিকড় ছেড়ে

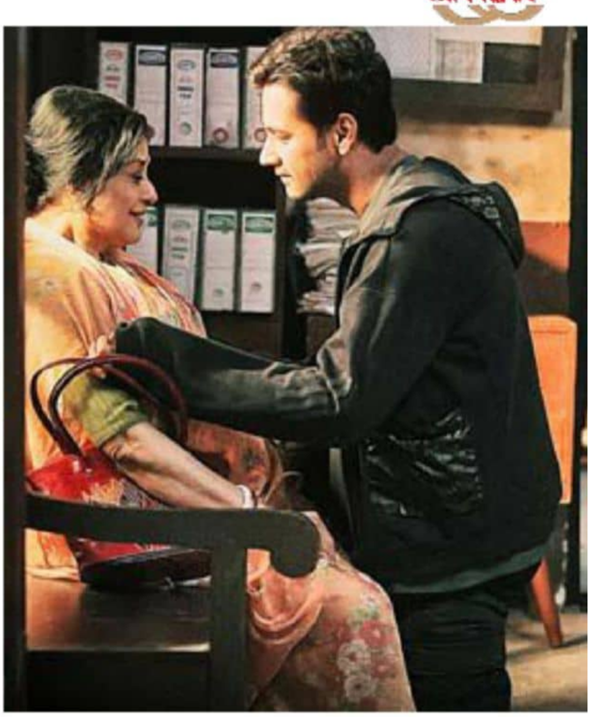


'পুরাতন' ছবিতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শর্মিলা ঠাকুর ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোথাও যেন একটা অপছন্দের সত্যি লুকিয়ে আছে, একথা মানতেই হবে। বাংলার বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মানে দেশের অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনো, বিশেষ করে মুম্বইতে কাজ করার মধ্যে একটা কোথাও যেন জাতীয় স্বীকৃতি আছে। এই মুম্বই ফ্যাক্টর কিন্তু গোড়া থেকেই ছিল। বাংলার স্বর্ণযুগ বলে যে সময়টাকে মনে করা হয়, সেসময়েও বহু শিল্পী বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছেন মুম্বইতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। বাংলায় সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও মুম্বইয়ের জনপ্রিয়তার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন স্বয়ং মহানায়ক উত্তমকুমারও। এই পরীক্ষানিরীক্ষায় কেউ সফল হয়েছেন, কেউ ততখানি হতে পারেননি। কিন্তু এই ইচ্ছের সুতোটা আজও রয়ে গিয়েছে।

আসা যাওয়ার মাঝে

শর্মিলা, মৌসুমী এবং রাখী, তিনজনই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এক নতুন আত্মপরিচয় তৈরি করতে পেরেছেন মুম্বইতে গিয়ে। তাঁরা কোনওভাবেই নিষ্ফলের হতাশের দলে নন বলেই হয়তো তাঁদের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিরও কোথাও না কোথাও জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। বাঙালি হিসেবে সেটা নিশ্চিতভাবেই খুব গর্বের ব্যাপার। 'অপুর সংসার' করার পর মুম্বই পাড়ি দিয়েছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। পরপর ব্যস্ততা ও সাফল্য সঙ্গী হওয়ার পরও তিনি কেরিয়ারের মধ্যগগনেই বেশ কয়েকবার বাংলা ছবিতে ফিরে এসেছেন, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ এবং আরও অনেকের ডাকেই। শর্মিলা ফিরেছেন, তার একটা বড় কারণ ছিল, চরিত্র এবং ছবিতে তাঁর ভূমিকা। হিন্দি ছবিতে তিনি যেমন বারবার একই ধরনের বাণিজ্যিক মূল ধারার ছবি পরপর করে গিয়েছেন, বাংলায় তেমন নয়। তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে বারবার বাংলা ছবির চরিত্রগুলো অনন্য হয়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিনয়ে পরিণত অভিজ্ঞতা ও অনবদ্য রসবোধ



মৌসুমী ও যশ, 'আড়ি' ছবিতে

নতুন প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে একাধিকবার।

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় চিরকালই বিখ্যাত তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের জন্য, স্ক্রিন প্রেজেন্স, মিষ্টি হাসি ও সংবেদনশীলতায় তার জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ চরিত্রে তিনিও ফিরেছেন বাংলায়, আরব সাগরের পাড়ে চরম ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও। চরিত্র ও অভিনয় দক্ষতাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রত্যাবর্তনে এক ধরনের সরলতা ও আবেগ ফিরে এসেছে, যা আজকের বাংলা ছবিতে বিরল।

রাখী গুলজ়ারের ক্ষেত্রে তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে চরিত্রের গভীরতা ও ব্যক্তিত্ব সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে। কেরিয়ারের মধ্যগগন থেকেই তিনি যে কোনও ধরনের চরিত্রেই নিজেকে ছবির প্রয়োজন অনুযায়ী মানিয়ে নিয়েছেন। বাংলা ছবিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, যদিও সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রাখী বরাবরই তাই বাঙালি দর্শকের কাছে একটা আবিষ্কার হয়ে থেকেছেন।

এই তিনজনের ক্ষেত্রেই বাংলা ছবিতে ফেরা কিছুটা নিজেদের তাগিদে, নিজেদের আত্মিক প্রয়োজনে, অন্তরের চাহিদায়, অভিনয় ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা, ফিরতে চেয়েছেন নিজেদের শিকড়ে, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে যেখানে ফেরা অনেক সময়ই জীবনের



মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

জন্য খুব জরুরি হয়ে যায়।
কিন্তু অন্যদিক থেকে অন্তত এটাও একবার ভেবে দেখা যেতে পারে যে, বাংলা ছবিরও তাঁদের নতুন করে আবার প্রয়োজন হল কি না। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা সিনেমায় যেভাবে বাণিজ্যিকতা, দ্রুত বিনোদন এবং চটজলদি ট্রেন্ড-ভিত্তিক কনটেন্টের প্রভাব বাড়ছে, সেখানে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও রাখী গুলজ়ারের মতো শিল্পীদের ফিরে আসা যেন এক সতেজ বাতাস।

এভাবেও ফিরে আসতে হয়

শুধু তাঁদের ঘিরে নস্টালজিয়া নয়... বাংলা সিনেমার বর্তমানে তাঁদের প্রয়োজন, এর বেশ কিছু কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমত, অভিনয়ের গুণগত মান। এই তিনজন কিংবদন্তি অভিনেত্রীর অভিনয়শৈলী গভীর, বাস্তব এবং আবেগপ্রবণ। তাঁদের মতো শিল্পীরা পর্দায় উপস্থিত হলে চরিত্রগুলোর ভিত আরও মজবুত হয়। বাংলার কিছু টিপিক্যাল ম্যানারিজ়ম ফ্রি অভিনয় দর্শকদের একটা অন্যরকম ভাল লাগা দেয়, সন্দেহ নেই। বাংলা সিনেমার সাম্প্রতিক ধারায় চরিত্রনির্ভর অভিনয় অনেক সময়েই প্রযুক্তি, গ্ল্যামার বা তাড়াহুড়ো করা চিত্রনাট্যের আড়ালে ঢাকা পড়ছে। মৌসুমী, শর্মিলা ও রাখীর মতো অভিজ্ঞ অভিনেত্রীদের প্রত্যাবর্তন সেই অনুপস্থিত গুণগত দিকটিকে আবার সামনে নিয়ে আসে। তাঁদের অভিনয় কেবল সংবেদনশীল নয়, তা বহুমাত্রিক—যেখানে ছোট্ট দৃষ্টিবিনিময় বা নিঃশব্দ বিরতির মধ্যেও গল্প বলে ওঠে। এই অভিনয় ক্ষমতা তাঁদের বহু অভিজ্ঞতার ফসল। দর্শককেও এই সূক্ষ্মতা নতুন করে উপলব্ধি করাতে পারেন তাঁরাই।
দ্বিতীয়ত, গল্প বলার ভিন্ন ধরন। আজকের সিনেমায় যেখানে চমকপ্রদ দৃশ্য আর প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে, বাড়ছে থ্রিলারের সংখ্যা, সেখানে এই তারকাদের ফিরে আসা বাংলা ছবিকে আবার চরিত্রনির্ভর, মানবিক এবং ভাবনাসম্পন্ন গল্প বলার পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। যদি শর্মিলা অভিনীত ‘পুরাতন’, রাখীর ‘আমার বস’ এবং মৌসুমীর ‘আড়ি’র দিকে নজর দেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে, প্লট হিসেবে ছবিগুলি গল্পনির্ভরই। তাঁদের



গৌতম হালদারের ‘মুক্তি’তে রাখী গুলজ়ার। (নীচে) ‘আমার বস’ ছবিতে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে



আধুনিক কালের চরিত্রকগুলোও মুখ্যত সেই ধরনেরই। বাংলা সিনেমার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জেনারেশন গ্যাপ। পুরনো দর্শক হারিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন দর্শককে আকর্ষণ করতে গিয়ে মূল সাংস্কৃতিক শিকড় ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই তিনজন অভিনেত্রী কোথাও যেন সেই দুই প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন। তাঁরা সিনেমার ইতিহাসের ধারক, আবার বর্তমান প্রেক্ষাপটেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ফলে তাঁদের ফিরে আসা সিনেমার ধারাবাহিকতা রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে অবশ্যই। শর্মিলা, মৌসুমী, ও রাখীর মতো অভিনেত্রীরা সেই প্রজন্মের



■ 'অন্তহীন' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও অপর্ণা সেন

চাহিদাগুলো পূরণ করার কথা ধরে নিচ্ছি আমরা, তা পূরণ করার জন্য কি সত্যিই কোনও বাঙালি অভিনেত্রী নেই, যিনি সর্বতোভাবে বাংলাতেই কাজ করছেন? কেন সুদূর আরব সাগরের পাড় থেকে তাঁদের উড়িয়ে নিয়ে আসা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অবধারিতভাবে স্বর্ণযুগে ফিরে যেতে হয়, সিনেমার অভিধান থেকে বের করে আনতে হয় স্টারডমের মতো জরুরি একটি শব্দ। মতের পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু মনে হয় একথাই সত্যি যে, কোথাও একটা মাধ্যমের বিশুদ্ধতা তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রতিনিধি, যারা বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগকে নির্মাণ করেছেন। তাঁদের ফিরে আসা নতুন ও পুরনো দর্শকের মধ্যে এক সংলাপ তৈরি করছে, বাংলা সিনেমার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য সেটা বেশ জরুরি বলেই মনে হয়। তৃতীয়ত নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রাধান্য। এঁরা প্রত্যেকে এমন অভিনেত্রী যাঁরা শক্তিশালী, বহুস্তরীয় নারীচরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নারীকেন্দ্রিক ও সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র তৈরির ক্ষেত্রে এঁদের কথা পরিচালকদের মনে হওয়া কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।



■ ছবির নাম 'শুভ মহরৎ'। নন্দিতা দাশ ও রাখী গুলজ়ার।



■ 'গয়নার বাক্স' ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও কঙ্কনা সেনশর্মা। বাংলায় মৌসুমীর শেষ বড় কাজ

একঘেঁয়ে মুখ ও স্টারডমের গল্প

এই সবের পরেও একটা প্রশ্ন ছুঁয়ে যায় মনকে। বাংলা চলচ্চিত্রে ফিরে এসে যে রোজকার টিভির পরদায় উপস্থিত থাকা, জীবন যাপনের কোনও আড়াল না থাকা, সমাজমাধ্যমে দর্শকদের সামনে উপস্থিত থাকা, কোথাও গিয়ে যেন আগ্রহ কমিয়ে দেয়। দর্শকরা সেই একই চেনা মুখের মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পেতে আর কসরত করতে চান না। মহানায়ক যেমন বলতেন, নিজেকে সকলের সামনে অ্যাভেলেবল না করার কথা, তাঁর সঙ্গী সুচিত্রা এই অধরা মাধুরীকে নিয়ে গিয়েছেন শিল্পের পর্যায়ে। রাখী, শর্মিলা বা মৌসুমীর মতো অভিনেত্রীরা সেই একই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ফলে তাঁদের পর্দায় উপস্থিতি একটা অন্য আগ্রহ তো তৈরি করবেই। তাই এই প্রত্যাবর্তন শুধুই স্মৃতির সৌধে ফিরে যাওয়া নয়, বরং তাঁদের উপস্থিতি বাংলা চলচ্চিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করছে, বাংলা সিনেমার মান, মেধা ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনার একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। এটি বাংলা সিনেমার বর্তমান সংকটের একটি জরুরি উত্তর। এই তিনজন কিংবদন্তি অভিনেত্রীর ফিরে আসার তাৎপর্য শুধুই আবেগনির্ভর বলে ভাবলে চলবে না। শিল্পের চাহিদা ও গুণগত অবক্ষয়ের পটভূমিতেও তাঁরা কোথাও যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকছেন, অনেকটা মূল ধারার বাইরে বিকল্প ধারার পুনরুজ্জীবনের মতোই তাঁদের ফিরে আসা। শর্মিলা, রাখী এবং মৌসুমীর মতো শিল্পীরা বিকল্প ধারা বা মধ্যবিত্ত জীবনঘনিষ্ঠ গল্পে অভিনয় করার যে অভিজ্ঞতা বহন করেন, তা দিয়ে এক নতুন গল্পের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারেন। প্রমাণ করে দিতেই পারেন যে, সাফল্যের জন্য শুধুই বাণিজ্যিক ছাঁচ যথেষ্ট নয়। বর্তমান বাংলা সিনেমাকে তার হারিয়ে যাওয়া শিল্পমান, চরিত্রনির্ভরতা এবং সাংস্কৃতিক গভীরতায় ফিরিয়ে আনা জরুরি। এ এক নতুনতর অন্তর্দৃষ্টির জানালা।



■ অঞ্জন দত্ত

মঞ্চে ‘প্রিয় বন্ধু ২’

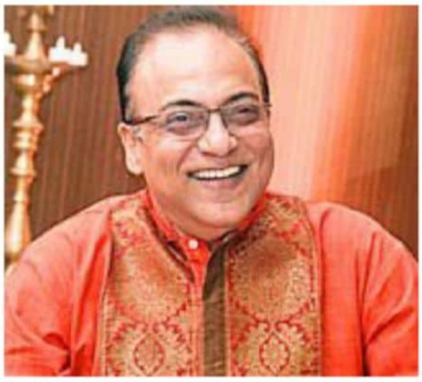
নয়ের দশকের শেষ দিকে তাঁর রচিত ‘প্রিয় বন্ধু’ শ্রুতিনাটকটি জনমানসে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। এখনও ‘প্রিয় বন্ধু’র ম্যাজিকে মজে অনেক বাঙালি। তারপরে অঞ্জন দত্তর কাছে বেশ কয়েকবার প্রস্তাব গিয়েছে এই শ্রুতি নাটকের দ্বিতীয় খণ্ড আনার জন্য। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে অঞ্জন সেটিও এনেছিলেন লকডাউনের সময়। ‘প্রিয় বন্ধু ২’ মানুষের সামনে এসেছিল ডিজিটাল কনসার্ট হিসেবে। অঞ্জন গোটা নাটকটিই পড়েছিলেন একা। এবার শোনা গেল, ‘প্রিয় বন্ধু ২’ ফিরছে নাটকের মঞ্চে। অঞ্জনই ফেরাচ্ছেন এই জনপ্রিয় নাটকটিকে। তবে এটি শ্রুতি নাটক ফর্মে থাকবে, নাকি নাটক হিসেবে আসবে, সেটা সময় এলেই জানা যাবে। অঞ্জন সবসময় নতুন কাজ করতে ভালবাসেন। সেদিক থেকে ‘প্রিয় বন্ধু ২’ -কে নতুনভাবে মঞ্চে ফেরানোকে সাধু উদ্যোগ বলাই চলে।

বিফ-পর্ক ছেড়ে মুরগির সঙ্গে ‘প্রেম’

শারীরিক অসুস্থতার কারণে রেড মিট ছেড়ে দিতে হল সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে। কিছুদিন আগে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় সৃজিতকে। জানা যায় তাঁর হৃদযন্ত্রের আর্টারির ওয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছে। নিয়মিত ব্লাড থিনার খেতে হবে। তবে এবার ওষুধের পাশাপাশি রেড মিটও ছাড়তে হল পরিচালককে। যে সৃজিত বিফ, পর্ক থেকে শুরু করে ডিয়ার, ক্রোকোডাইল, বাফেলো, ক্যাঙারুর মাংস অবধি খেয়েছেন, সেই তিনি এবার ফিরে যাবেন চিকেনে। মুরগির মাংসের সঙ্গে তাঁর সখ্য যাতে মজবুত হয়, সেই চেষ্টা করে যাবেন তিনি।



■ সৃজিত মুখোপাধ্যায়



■ অরিন্দম শীল

অরিন্দমের বিবৃতিতে তোলপাড় টলিউডে

গত বছর আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাধিক সদস্য নাকি টাকার বিনিময়ে রাস্তায় নেমেছিলেন! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন অরিন্দম শীল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, শিল্পীদের একাংশ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অ্যাপিয়ারেন্স ফি বাবদ নগদ টাকা, আইফোন, বাইক নিয়েছেন। তিনি এও জানান, এই ‘অভিযুক্ত’ শিল্পীদের বেশিরভাগই নাকি মহিলা। অরিন্দমের মতে, এটি এখন টালিগঞ্জের ওপেন সিক্রেট। অরিন্দমের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন একাধিক মহিলা শিল্পী। সুদীপ্তা চক্রবর্তী সমাজমাধ্যমে লেখেন, তিনি আজ অবধি এমন কিছু শুনতে পাননি। তাঁর কাছে বিষয়টি অত্যন্ত অপমানজনক। সুদীপ্তার দাবি, মহিলা শিল্পীদের নাম প্রকাশ্যে আনতে হবে। না পারলে এই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে মিডিয়ার সামনেই। দেবলীনা দত্ত বলেছেন যে, তিনি আর অরিন্দমের বক্তব্যে অবাক হন না। তাঁর মতে, এসবই প্রচারে থাকার কৌশল। ঋদ্ধি সেন, বিদীপ্তা চক্রবর্তীরও মত যে, প্রচারে থাকার কৌশল হিসেবেই অরিন্দম এমন করছেন। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, এমন বক্তব্য রাখার জন্য অরিন্দমই নাকি টাকা নিয়েছেন! এই প্রসঙ্গে অরিন্দম আনন্দলোক-কে বলছেন, ‘‘আমি যা শুনেছি সেটাই বলেছি। আর এই কথাগুলো ভিতরকার লোকেরাই বলেছেন। তবে আমি কারও নাম প্রকাশ করব না কারণ যাঁরা বলেছেন তাঁদের বিশ্বাস ভাঙতে চাই না। তবে এই সত্যি মানুষের সামনে আসবেই।’’



নতুন বাড়ি

অভিনয় জগতে উন্নতির শিখর ছুঁয়েছেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁকে ‘লেডি সুপারস্টার’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাজের পরিসর তো বেড়েইছে এবার বাড়ল সম্পত্তিও। বর্তমানে কলকাতার বিলাসবহুল বহুতল আবাসনে সপরিবারে থাকেন তিনি ও রাজ চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, এবার একটি পেন্ট হাউজ় কিনেছেন শুভশ্রী। শোনা যায়, শুভশ্রীর নাকি বরাবরই পেন্ট হাউজ়ের শখ ছিল। এবার সেই স্বপ্নও পূরণ হল। শুভশ্রীর এই নতুন পেন্ট হাউজ়টি রয়েছে সেই আবসানেই, যেখানে বিগত কয়েক বছর ধরে থাকছেন তাঁরা।

শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়



■ সঞ্জু ও দ্রাবিড়

অবনতি

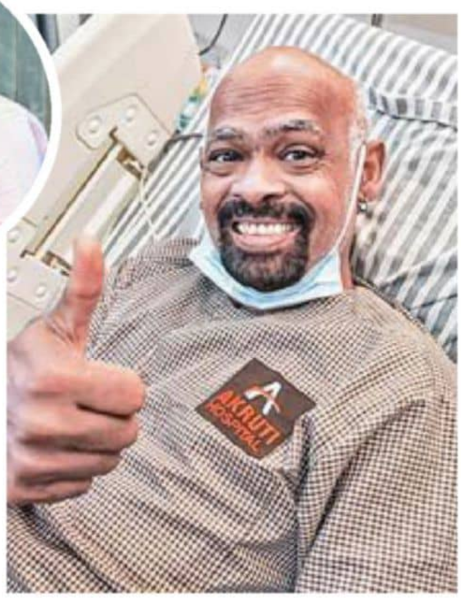
একটা সময় গুরু-শিষ্য বলা হত তাঁদের। রাহুল দ্রাবিড়ের যোগ্য ছাত্র হিসেবেই যে সঞ্জু স্যামসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লাইমলাইট পেয়েছেন, একথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু হালে তাঁদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এবং তারই প্রতিফলন দেখা গেল আইপিএলের মাঠে, রাজস্থান এবং দিল্লির ম্যাচে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রাজস্থানের খেলা গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানে একমাত্র ওভারে বল করবেন মিচেল স্টার্ক। ফলে প্রশ্ন জাগে, কে ব্যাট করবেন রাজস্থানের হয়ে। তখনই দেখা যায়, সুপার ওভার শুরুর আগে রাজস্থানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দ্রাবিড় আলোচনা করছেন। কিন্তু সেই আলোচনায় নেই সঞ্জু। অধিনায়ক হিসেবে দলের সঙ্গেও দাঁড়িয়ে নেই। কথা বলছেন শুধু দ্রাবিড়। এবং সেই আলোচনার সময় একজন খেলোয়াড় সঞ্জুকে সেখানে থাকার জন্য ইশারা করেন। কিন্তু তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন! সঞ্জুর এ হেন প্রত্যাখ্যান দেখে হইচই পড়ে যায় সমাজমাধ্যমে।

কাম্বলির পাশে

দীর্ঘদিন ধরে কঠিন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলি। তাঁর আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। এমন এক পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন সুনীল গাওস্কর। কাম্বলিকে নিজের ফাউন্ডেশনের মারফত প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে দেবেন বলে ঠিক করেছেন এই কিংবদন্তি ভারতীয় ওপেনার। গাওস্করের ফাউন্ডেশনের নাম চ্যাম্পস ফাউন্ডেশন। তারা ঠিক করেছে, কাম্বলির চিকিৎসার খরচ বহন করার পাশাপাশি আলাদা করে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকাও দেবে ওই ফাউন্ডেশন। প্রসঙ্গত, সানি সম্প্রতি কাম্বলিকে নিজের পুত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, “১৯৮৩ সালে যে দল বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলের ক্রিকেটাররা পরের প্রজন্মকে খুবই স্নেহ করে। আমার কাছে তো ওরা নাতির মতো। কেউ কেউ আমার ছেলের বয়সি। ছেলের মতোও। যেমন কাম্বলি। আমরা ওদের সকলের খেয়াল রাখি। বিশেষ করে যখন ভাগ্য ওদের সঙ্গ দেয় না। সাহায্য শব্দটা আমার পছন্দ নয়। আমাদের বিশ্বকাপজয়ী দল চায় ওদের খেয়াল রাখতে। আমরা কাম্বলির পাশে দাঁড়াতে চাই। কী ভাবে সেটা করা যায় দেখতে হবে।”



■ সুনীল গাওস্কর



■ বিনোদ কাম্বলি



■ বৈভব

বৈভবের স্বপ্ন

এ যেন স্বপ্নের আগমন! মাত্র ১৪ বছর বয়সে আইপিএলের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। স্থানীয় ক্রিকেটে তো হইচই ফেলে দিয়েইছিলেন। সেই কারণেই নিলামে তাঁকে কেনার উপর জোর দেন খোদ রাহুল দ্রাবিড়। আর তা যে ভুল ছিল না, তা প্রমাণ করলেন খোদ বৈভব। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ডেবিউ ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রথম বলে ছক্কা হাঁকালেন! হইচই পড়ে গেল ক্রিকেট বিশ্বে। গোটা ইনিংসে বৈভব তিনটে ছক্কা হাঁকান। মারেন দুটো চারও। ২০ বলে ৩৪ রান। স্ট্রাইক রেট ১৭০। তারপর আউট হয়ে যেভাবে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন, তা নিয়ে হৃদয়ভঙ্গ হয়েছে অনেকের। তবে হ্যাঁ, তাতে বৈভবের খ্যাতি কমছে না। কিন্তু প্রশ্ন যদিও উঠছে বৈভবের বয়স নিয়ে। তাঁকে দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি তাঁর বয়স ১৪ বছর! এই নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে।

শাহরুখের সাহসী রানি-রা

প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ২০১৩ সালে শাহরুখ খান তৈরি করেন মীর ফাউন্ডেশন। প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের চিকিৎসায় সাহায্য করা থেকে শুরু করে আইনি সহায়তা, ভোকেশনাল ট্রেনিং, কাউন্সেলিং...সবই করে সংস্থাটি। ২০২৩-এ আইপিএলের সময়ই কলকাতায় বেশ কয়েকজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভারের সঙ্গে দেখা করেন স্বয়ং শাহরুখ। এবং এই উদ্যোগ তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। প্রতি বছরই তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে এমন কিছু মহিলার সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন, নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর চিকিৎসায় সব রকমের সাহায্য করেন। এবারের আইপিএল-এ মীর ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের ফুটবলাররা পেল বড় মঞ্চ। সংস্থার পক্ষ থেকে কাঞ্চন যাদব বললেন, "নাইট গল্‌ফ হল চ্যারিটি ফান্ডরেজ়ার। গত সাত-আট বছর ধরেই এটা করছি আমরা। কেকেআর-এর খেলোয়াড়, ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্ট স্টাফ সকলে একদিন এক জায়গায় জড়ো হন এই উদ্দেশ্যে। ইডেনে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা ও সুন্দরবনে গাছ লাগানো, অ্যাসিড আক্রান্তদের রিহ্যাবিলিটেশন-সহ অসংখ্য কাজ করেছি আমরা। গত দু'বছরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের খেলাধুলো নিয়ে কাজ করছি। শ্রীজা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওঁদের ফুটবল ট্রেনিং দিচ্ছি। ট্রাইবাল মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর উদ্যোগও নিয়েছি আমরা। 'সাহসী রানি' ক্যাম্পেন সব নির্ভীক মহিলাকে কুর্নিশ জানায়।" জানা গেল, এই উদ্যোগের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন শাহরুখও। তিনি নিজে কলকাতার অনুষ্ঠানে হাজির না থাকলেও অজিঙ্ক্য রাহানে, ডোয়েন ব্রাভো-সহ একাধিক তারকা খেলোয়াড়র চিয়ার করলেন সাহসী মেয়েদের জন্য।



আগের এক অনুষ্ঠানে মীর ফাউন্ডেশন-এর সদস্যদের সঙ্গে শাহরুখ



ফোটো: অনির্বাণ সাহা

সাহসী নারী ক্যাম্পেন লঞ্চের অনুষ্ঠানে কলকাতার RCGC-তে অজিঙ্ক্য রাহানে, কেকেআর-এর সিইও বেঙ্কি মাইসোর ও মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো



■ কাপ জয়ের পরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস

মোহনবাগানের বাজিমাত!

আইএসএল জিতে তৈরি করল ইতিহাস। এবং মোলিনা তৈরি করলেন রেকর্ড

কয়েক সংখ্যা আগেই আনন্দলোক-এ প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিবেদনটি। আইএসএল লিগ জেতার পর মোহনবাগান কি পারবে আইএসএল কাপটিও নিজেদের দখলে রাখতে? সেটাই অবশেষে হল। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস জিতল এক নজিরবিহীন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ডাবল— লিগ উইনার্স শিল্ড ও আইএসএল কাপ, দুই-ই। গত মরশুমে আইএসএল কাপ হাতছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা এতদিনে প্রশমিত হল। এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে গেল, স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনাই কি সবুজ-মেরুন বাহিনীর সেরা আইএসএল কোচ? কারণ প্রথমবার দায়িত্ব নিয়েই এই রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। আসলে এই মরশুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হারের পরেই বোধহয় মোলিনার শিষ্যদের বুকে আগুন



■ বেঙ্গালুরুর হয়ে ফাইনালে খুব চেষ্টা করেছিলেন সুনীল ছেত্রী



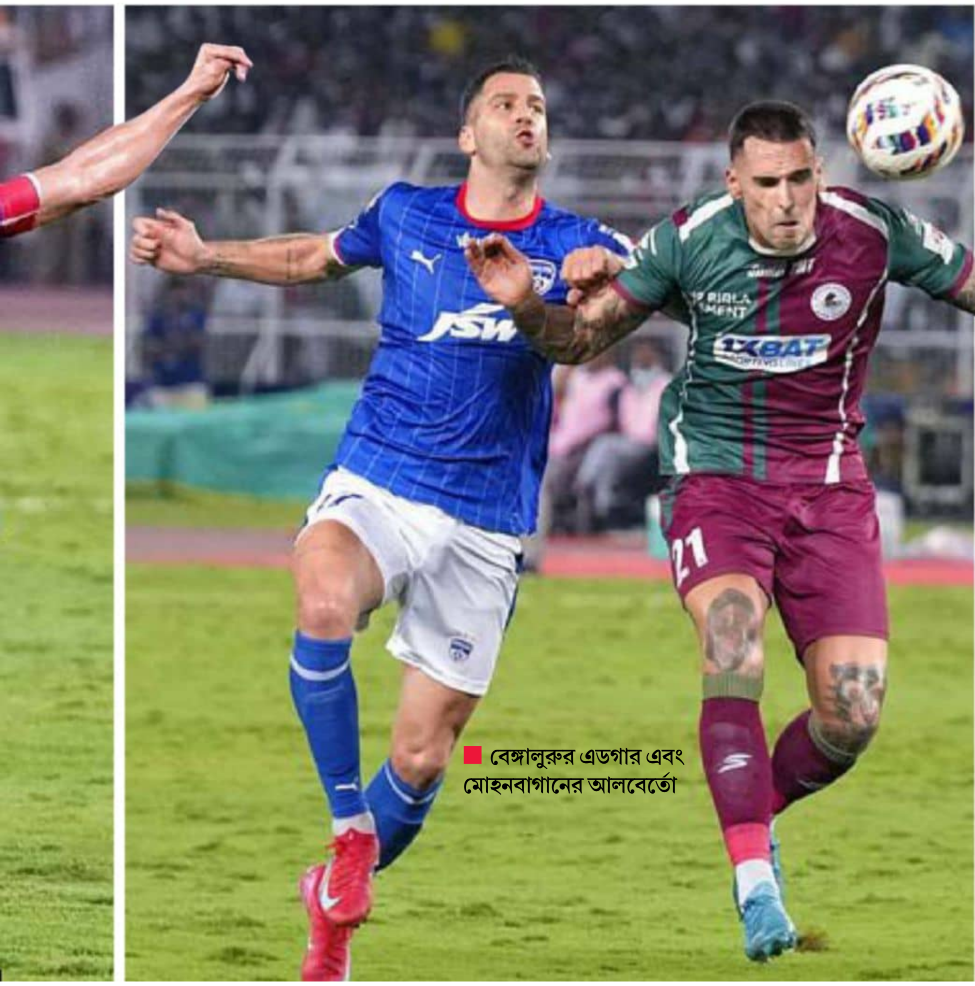
জ্বলেছিল। তাই কিছু পরিবর্তন আনেন মোলিনা। মুম্বই সিটি এফসি থেকে দলে নিয়ে আসা হয় মিডফিল্ডার লালেংমাউইয়া রালতে বা আপুইয়াকে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয় সে দেশের লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা জেমি ম্যাকলারেনকে। আইএসএলে সাফল্য পাওয়া অভিজ্ঞ স্কটিশ মিডফিল্ডার গ্রেগ স্টুয়ার্টের মতো তারকাকেও যুক্ত করা হয়। আসেন সেন্টার-ব্যাক জুটি টম অলড্রেড ও আলবার্তো রড্রিগেজ়। আর দলের 'অলরাউন্ডার' ক্যাপ্টেন শুভাশিস



■ জয়ের আনন্দে দিমিত্রি এবং কামিন্স



■ অধিনায়ক শুভাশিসের সঙ্গে কোচ মোলিনা



■ বেঙ্গালুরুর এডগার এবং মোহনবাগানের আলবের্তো

বসুর তো জবাব নেই। যেখানেই তাঁকে চেয়েছে পরিস্থিতি, সেখানেই হাজির হয়ে গিয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টে আধ ডজন গোলও করেছেন। তবে মানসিক দৃঢ়তা ধরে রেখেছিল এই দল। তাই তো প্লে অফে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে শোচনীয় ভাবে হারার পরেও দ্বিতীয় লেগে তারা এক নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় একেবারে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে। সারা লিগে অনেক আক্রমণ তৈরি করেও যিনি একটিও গোল পাননি, সেই আপুইয়া-ই শেষ মুহূর্তে গোল করে সেই ম্যাচ জেতান। এবং শেষে ফাইনালে বেঙ্গালুরুকে ২-১ গোলে হারিয়ে তৈরি করে ইতিহাস। তবে মরশুম এখানেই শেষ নয়। শুরু হচ্ছে কলিঙ্গ সুপার কাপ। সেখানেও তাদের চোখে থাকবে আরও একটি ট্রোফি জয়ের স্বপ্ন। সম্ভাবনা আছে এক বিরল ত্রিমুকুটের— লিগ শিল্ড, আইএসএল কাপ ও কলিঙ্গ সুপার কাপ।









■ প্রিয়াঙ্কা

■ ফোটো: অনির্বাণ সাহা



■ 'অহল্যা' ছবির একটি দৃশ্য, সঙ্গে বনি

মতো আর মুখচোরা নই। নিজের হয়ে কথা বলতে জানি।

প্র আপনার সম্পর্কের ওঠা-পড়া নিয়ে এখনও চর্চার অন্ত নেই। কখনও এই কারণে কেরিয়ারে সমস্যা হয়েছে?

এখন বা তখন, কখনওই কোনও সমস্যা হয়নি। বুঝতে শিখেছি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনটা তাই কিছুটা অন্তরালে রাখতেই পছন্দ করি।



■ আব্রার ও আফিয়া, 'কথা'র সেটে সাহেব-সুস্মিতা (ইনসেটে)

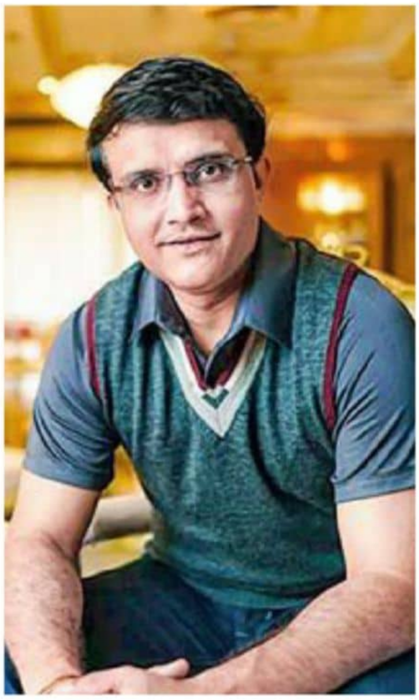


'কথা'র রিমেক

'কথা' ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে নতুন করে কিছু বলার নেই। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে সাহেব-সুস্মিতার অনস্ক্রিন জনপ্রিয়তা পরিণতি পেয়েছে অফস্ক্রিন। এবার সেই ধারাবাহিকের হিন্দি রিমেক সম্প্রচারিত হচ্ছে একটি প্রথম সারির হিন্দি চ্যানেলে। যদিও বাংলা ধারাবাহিকের হিন্দি রিমেক এই প্রথম নয়। হালফিলে এরকম একাধিক কাজ হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে 'গীতা এলএল.বি', 'শ্রীময়ী'র মতো ধারাবাহিকও। 'কথা'র হিন্দি রিমেকের নাম রাখা হয়েছে 'কভি নিম নিম কভি শেহদ শেহদ'। তবে হিন্দিতে মুখ্য চরিত্রে সাহেব-সুস্মিতা নয়, দেখা যাবে আব্রার কাজ়ি ও আফিয়া তায়েবলিকে। ধারাবাহিকের প্রথম লুক প্রকাশ্যে আসতেই 'কথা-এভি'-কে চিনতে কেউ ভুল করেনি। এই ধারাবাহিকটি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রসেনজিৎ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধারাবাহিক প্রসঙ্গে সবাইকে জানিয়েছেন এবং ধারাবাহিকের বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি নিজেও।

বিতর্কে দাদা

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একটি জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলের সঙ্গে চার বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। ওই চ্যানেলের দু'টি রিয়ালিটি শো পরিচালনা করবেন, যার মধ্যে একটি কুইজ় শো, অন্যটি 'বিগ বস বাংলা'। 'দাদাগিরি'র মাধ্যমে এমনিতেই টেলিভিশন-দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি। এবার ভিন্ন স্বাদের শো-টিও সঞ্চালনা করবেন। যদিও কুইজ় শো-টি নাকি হবে 'দাদাগিরি'র মতোই। এই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ও। আগামী জুন-জুলাই মাস থেকে শো দু'টি সম্প্রচারিত হবে। শো দু'টি যে হচ্ছে, তা নিশ্চিত করেছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষও। কিন্তু একইসঙ্গে তারা ক্ষুব্ধও। তাঁদের বক্তব্য, এই খবর তাদের তরফ থেকেই প্রকাশ্যে আসার কথা। কিন্তু তা হয়নি। সবার প্রথমে শো দু'টির কথা সামনে আনেন সৌরভ নিজে। তারপর খানিক বাধ্য হয়েই দ্রুততার সঙ্গে শো দু'টির কথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আনা হয়।



■ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়



■ লুসি গুও। ইনসেটে টেলর সুইফ্ট

সিংহাসন থেকে সরলেন টেলর

২০২৩ সালে ফোর্বস যখন ‘সেলফ মেড’ বিলিয়নেয়ার-এর তালিকা প্রকাশ করে, তখন টেলর সুইফ্ট বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ স্ব-নির্মিত মহিলা বিলিয়নেয়ার হিসেবে এই খেতাবটি পান। তারপর টেলরের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি ইরাস টুর করেছেন। অবশেষে দুই বছর পর টেলর সিংহাসনচ্যুত হলেন। স্কেল এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা লুসি গুও। বয়স ৩০ বছর। লুসি ২১ বছর বয়সে সান ফ্রান্সিসকোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি স্কেল এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠতা কাজ শুরু করেন, তখন তিনি ১৯ বছর বয়সি আলেকজান্ডার ওয়াং-এর সঙ্গে ছিলেন। ওয়াং ছিলেন সিইও, যখন গুও অপারেশন এবং পণ্য নকশা দল পরিচালনা করতেন, এবং উভয়ই ২০১৮ সালে ফোর্বসের অনূর্ধ্ব ৩০ তালিকায় স্থান পান। এবার তিনি টেলরকে কনিষ্ঠ অন্ত্রপনর হিসেবে সরিয়ে দিলেন। অবশ্য টেলর এসব নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন। তিনি মাসখানেকের বিরতিতে গিয়েছেন। ঠিক করেছেন, নতুন সিঙ্গলের কাজ করবেন।

সোনুর সাবধানবাণী

সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের নামে ভুরি ভুরি পেজ। ‘ব্লু টিক’ দেখে নির্ধারিত হয় আসল-নকল! কিন্তু তাতেও কি রেহাই পান তারকারা? সম্প্রতি এমন অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেই সরব হলেন সোনু নিগম। গায়কের দাবি, তাঁর নাম-পরিচয় ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুরি ভুরি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যার সবগুলোই ভুয়ো। এবং সেসব পেজগুলো থেকে একেক সময়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করা হচ্ছে, আবার কোনও সময়ে বিতর্কিত সব তথ্য শেয়ার করা হচ্ছে। অনেকে আবার নিজেকে সোনু নিগমের টিমের সদস্য বলে দাবি করেও এহেন নানা কুকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নজরে পড়তেই সকলকে সতর্ক করে দিলেন গায়ক। সোনু দাবি করেন যে, গত আট বছর ধরে তিনি এক্স হ্যান্ডলে সক্রিয় নন। তা সত্ত্বেও তাঁর নামে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট এখনও যথেষ্ট চলছে। তাঁর ভয়, এগুলো থেকে অনৈতিক কোনও কাজ না হয়।



■ সোনু নিগম

সাক্ষাতে

থিয়েটার আর সিনেমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটাই

প্র শুনলাম সিরিজে প্রস্তাব পাওয়ার আগে 'ভোগ' নিয়ে যে অডিয়ো স্টোরিটি রয়েছে, সেটা কখনও শোনেননি...

হ্যাঁ ঠিকই। কলেজজীবনের শুরু থেকেই রেডিয়োয় অডিয়ো স্টোরি শুনতাম। মানে ওই নির্দিষ্ট রেডিয়ো প্রোগ্রামের একেবারে গোড়ার কথা বলছি। সেই সময় ভুতের গল্প থেকে শুরু করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, 'ফেলুদা'র সমস্ত অডিয়ো স্টোরি আমার প্রায় মুখস্ত ছিল। কিন্তু 'ভোগ' যে সময়টায় আসে, সেই সময় আমি অডিয়ো স্টোরি খুব একটা শুনতাম না। নানা বিষয়ের পডকাস্ট শুনতাম। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক... আরও বিভিন্ন বিষয়। যখন 'ভোগ' নিয়ে কাজ করার কথা ওঠে, সেই সময় আমি অভীক সরকারের লেখা এই গল্পটি সম্পর্কে জানি, অডিয়ো স্টোরিটি শুনি।

প্র শোনার পর সম্মতি জানানোর প্রথম ও প্রধান কারণ কী ছিল? এটা তো মাইথোলজিক্যাল হরর, কিছুটা এক্সপেরিমেন্টাল...

এক্সপেরিমেন্টাল কাজের সঙ্গে আমার কেরিয়ারের একটা যোগসূত্র রয়েছে, ক্রিয়েটার হিসেবে, অভিনেতা হিসেবেও। সত্যিই এই জঁরটা দর্শকদের কাছে একেবারে নতুন। কিন্তু 'পর্ণশবরীর শাপ' ও 'নিকষ ছায়া' হওয়ার পর 'ভোগ'-এর ক্ষেত্রে সেই এক্সপেরিমেন্টটা হয়তো আর থাকে না। এমনিতে হরর সিরিজ় বা ছবির উপর খুব কম কাজ হয়। অনেক আগে সৌরভ চক্রবর্তী 'কার্টুন' বলে একটা হরর সিরিজ় করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে হইচই-তে হরর কিংবা মাইথোলজিক্যাল জাতীয় বিষয় নিয়ে কোনও কাজ হয়নি। কিন্তু 'ভোগ'-এর মতো একটা গল্প বা অডিয়ো স্টোরি ইতিমধ্যেই খুবই জনপ্রিয় এবং মানুষের স্মৃতিতে একেবারে স্পষ্ট। এটা এখন আর এক্সপেরিমেন্টাল প্রোজেক্ট নয়। বরং এখন মনে হচ্ছে 'ভোগ'-কে ভোগ করাটা বেশ চাপের! বুঝতে পারছি, দর্শকদের এই গল্পটা নিয়ে বিরাট প্রত্যাশা রয়েছে।

প্র লীলা মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক ভৌতিক গল্পই অডিয়ো স্টোরির মাধ্যমে জনপ্রিয়। প্রশ্ন করেননি কেন এই গল্পটাই পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বেছে নিলেন?



নাটকের মঞ্চ থেকে



সোহিনী এবং অনির্বাণ

অনির্বাণ ভট্টাচার্য মানেই শিল্পীসত্তার এক অন্য মাত্রা। পরিচালনা, অভিনয়, গান... সবক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ উল্লেখযোগ্য। দর্শকও তাঁকে অন্যভাবে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁর মুখোমুখি

সাগরিকা চক্রবর্তী

আমি বরাবরই যে যেটা করছে, সেই নিরিখে বিচার করি। মানে ধরুন, একজন সঙ্গীত শিল্পী যদি আধুনিক বাংলা গান গান, আমি তাঁকে কখনওই প্রশ্ন করব না, কেন আপনি বাউল গান না? বা রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন গাইছেন না? সবারই একটা আত্মনির্বাচন থাকে। যদি তা দেখে আমার আগ্রহ জাগে, দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে সেখানে যাব। সকলের একটা নির্দিষ্ট নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে। সেই পদ্ধতির উপর প্রশ্ন তুললে, সিস্টেমটাই অন্যরকম হয়ে যাবে।

প্র যে ধরনের চরিত্র আগে থেকেই দর্শকদের পরিচিত বা প্রিয়, যেমন ধরুন 'অথৈ'-তে আপনার 'গোগো' চরিত্রটি বা এই সিরিজে 'অতীন' চরিত্রটি, সেগুলির পুনর্গঠনে কোন বিশেষ দিকটি আপনি মেনে চলেন?

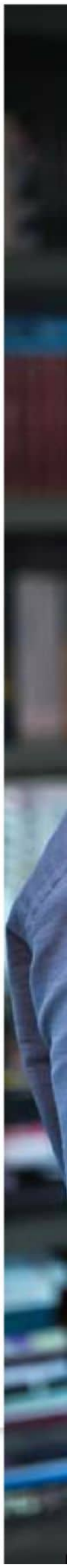
পুরো ফর্মটাই পাল্টে দিই। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন শট নিয়ে... যদিও মনটা একই থাকে। মঞ্চে 'গোগো'র যা মন, বড় পর্দাতেও তাই। অডিয়ো স্টোরিতে 'অতীন' চরিত্রটার যে মনটাকে কথক তুলে ধরতে চেয়েছেন, আমিও এই সিরিজে গল্পে থাকা 'অতীন'-এর ওই একই মনকে তুলে ধরতে চেয়েছি।

প্র আর গল্প পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে?

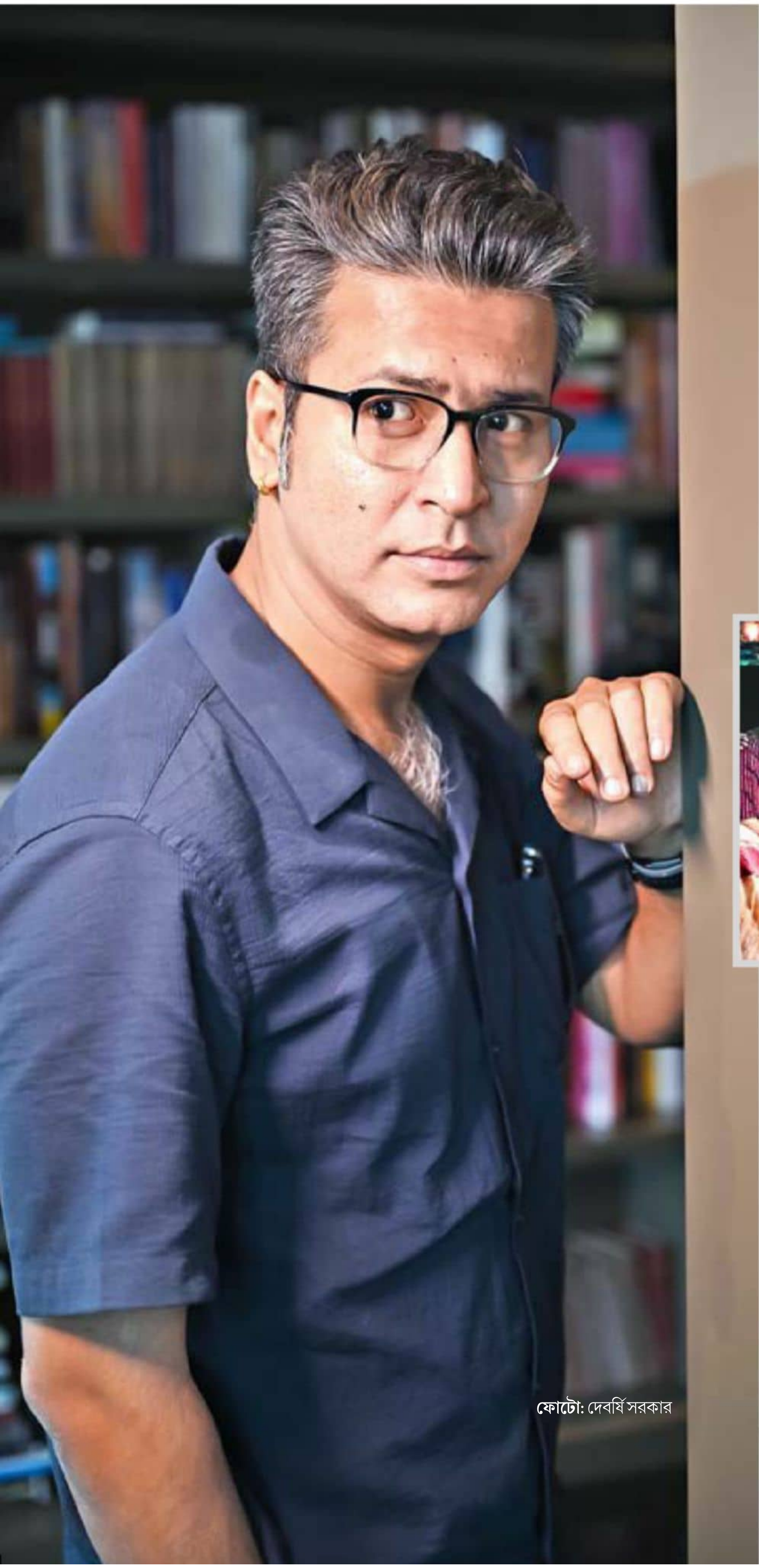
নাটকের মঞ্চ থেকে একটি গল্পই আমি পরিচালনা করেছি 'বল্লভপুরের রূপকথা'। বাকি তো সৃজনশীল পরিচালক বা কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছি। আলাদা করে খুব বেশি কিছু পরিবর্তন করিনি। গল্পটা যা ছিল, সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। ক্যামেরা অনুযায়ী অভিনয়, দৃশ্য... এই বিষয়গুলো একটু দেখে নিয়েছি। সঙ্গে কোরিয়োগ্রাফির মতো বিষয়গুলিও থাকে। গল্প বা চরিত্রের ক্ষেত্রে বড় কিছু পরিবর্তন থাকে না।

প্র যে গল্প একবার অডিয়ো স্টোরিতে এতটা জনপ্রিয়, তাকে কি আরও একবার ওয়েব সিরিজ়ের মাধ্যমে ছুঁয়ে যাওয়া সম্ভব?

সত্যিই জানি না! অভিনেতা হিসেবে আমি নিজেও অডিয়ো স্টোরিতে অংশগ্রহণ করেছি। অডিয়ো স্টোরির ক্ষেত্রে অভিনয়ের শর্ত, কণ্ঠের ব্যবহার, অভিনয়ের যে সমস্ত নিয়ম-নীতি তা দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম অর্থাৎ সিনেমা বা সিরিজ়ের নিয়মের চেয়ে কিঞ্চিৎ আলাদা। দুটো আলাদা ফর্ম। হতেই পারে অডিয়ো স্টোরি শোনার পর, মানুষের মনে একটা অন্য কিছু গেঁথে রয়েছে।



পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে: অনির্বাণ ভট্টাচার্য



ফোটো: দেবর্ষি সরকার

তবে আমি মনে করি, বিচার করার আগে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। একটা তুল্যমূল্য বিচারের জন্য দুটোই দেখে নেওয়া দরকার। কার কোনটা ভাল লাগবে, কে কোন ফর্মটা মণিকোঠায় রেখে দেবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ। কারও অডিয়োটাই হয়তো খুব প্রিয় হয়ে থাকবে, আবার কেউ সিরিজ়টাই আগলে ধরে থাকতে পারেন। কিন্তু অডিয়ো স্টোরি রয়েছে বা সেটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে বলে, সেই গল্প অন্য কোনও মাধ্যমে তুলে ধরলে সেটা দেখব না, এরকমটা না ভাবাই শ্রেয়। অন্তত আমি তো এরকমটা করতাম না কখনও।

প্র অন্যের পরিচালনায় অভিনয় করার সময় নিজের পরিচালক সত্তাটাকে কীভাবে আটকে রাখেন?

এরকম কিছু আমার নেই (হেসে)। পরিচালনার চেয়েও অনেক বেশি অভিনয় করেছি। তাই পরিচালনার মাথা নিয়ে একেবারেই অভিনয় করতে যাই না। যেখানে আমি পরিচালক, সেখানে আমি আরও দশটা বিষয় নিয়ে ভাবি। কিন্তু অভিনয়ের



■ 'বল্লভপুরের রূপকথা'র সকলে, সঙ্গে অনির্বাণ

ক্ষেত্রে শুধু অভিনয়ই করব। কারণ অভিনয়ের সময় একজন সুযোগ্য, সুঠাম পরিচালক আমার সঙ্গে থাকেন। যদি তা নাও হয়, তাও তাঁর কাজ নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করি না। সেটা 'ভোগ'-এ পরমদার পরিচালনা হোক বা 'মেলার গান'-এ ঋদ্ধি সেনের অধীনে কাজ হোক। কীভাবে কাজ হবে, কী শট নেওয়া হবে... মাথা ঘামাই না কিছুতেই।

প্র আর অভিনেতা হিসেবে যখন অন্যকে পরিচালনা করেন?

তখন আবার আমার অনেক দাবি! অভিনেতা হিসেবে আমি নিজে যতটা স্বাধীনতা পছন্দ করি, আমার অভিনেতাদের ক্ষেত্রে সেই



ফোটো: দেবর্ষি সরকার

স্বাধীনতাটা দিই না। এক্ষেত্রে আমি যেটা চাই, সেটাই দিতে হবে। যাকে খুঁতখুঁতেও বলা যেতে পারে। 'তালমার রোমিও জুলিয়েট', 'অথৈ' কিংবা পরবর্তীতে 'ভূত তেরিকি'... এই কাজগুলোয় আমি সৃজনশীল পরিচালনা করেছি বা প্রযোজনা করেছি। এগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় সব ডিপার্টমেন্টেই মাথা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনও একটা সংলাপ শোনার পর আমার যদি মনে হয়, এই কথাটার সুরটা ঠিক হচ্ছে না, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাকে সেই সংলাপ বলার ধরনে পরিবর্তন আনতে বলি। যেহেতু আমি দীর্ঘদিন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই এই দিকগুলো আমি চট করে ধরতে পারি। পরিচালকের আসনে দাঁড়িয়ে দৃশ্য থেকে শুরু করে কথা, চোখ, চুল... এমনকি অভিনেতার ঘামেও আমার নজর থাকে।

প্র পরিচালনার চেয়েও অভিনয়টা বেশি প্রিয়, এই কথাটা আপনি একাধিকবার বলেছেন। তাহলে পরিচালনার ভাবনাটা এল কীভাবে?



'অথৈ'-এর প্রচারে সোহিনী, অর্ণ, মিমি, অর্পণদের সঙ্গে অনির্বাণ

পরিচালক হওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না কখনও। প্যানডেমিকের সময় আমি আর প্রতীক দত্ত 'মন্দার'-এর স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করি। কথা ছিল যে, স্ক্রিপ্টটা লিখে আমরা শুধু 'হইচই'তে সেটা জমা দিয়ে দেব। কিন্তু স্ক্রিপ্ট দেখার পর মহেন্দ্র সোনি বলেন, এটা তোমাকেই পরিচালনা করতে হবে। সেই থেকেই আমার পরিচালনা শুরু।

প্র নাটকের মঞ্চ থেকে গল্পকে বড় পর্দায় আনার কোনও বিশেষ কারণ আছে?

বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু যখন মনে হয়েছে যে নাটকের মঞ্চ থেকে কোনও গল্পকে বড়পর্দায় আনলে সেটা অনেক বেশি দর্শক দেখবে বা উপভোগ করবে, তখন সেটা নিয়ে কাজ করেছি। আবার যখন মৌলিক গল্প ভাল লাগবে, তখন সেটা নিয়ে নাটকও করতে পারি। বিষয়টা নিয়ে কোনও ভেদাভেদ নেই।

প্র সম্প্রতি আপনি জানিয়েছেন, থিয়েটারে এখন ফিরবেন না, কারণ পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে। আগের মতো নেই। ঠিক কী কী অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন?

দেখুন এখানে অনেক বিষয় জড়িত। আর শুধু থিয়েটার নয়, বিগত কয়েক বছরে সমস্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সব কিছু যে ঘেঁটে রয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে, তা তো আমরা সকলেই জানি। দশ বছর হল আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি। তখনকার মতো সিনেমা বা থিয়েটারের পরিবেশ এই সময়ে আর নেই। এতগুলো ফর্মে পরিবর্তন এসেছে যে, সেই অস্থিরতা আমার পক্ষে সহ্য করা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। একটা সময় আর পেরে উঠছিলাম না। থিয়েটার করতে ভাল লাগছিল না। তাই বেরিয়ে এসেছি। থিয়েটার থেকেই যে আমার শুরু, এই কথাটা আমি কখনওই অস্বীকার করিনি। কিন্তু আমি যেভাবে থিয়েটার করব ভেবেছিলাম বা আমার মাথায় যে ভাবনা ছিল, সেগুলো সবই আমার কাছে খুব পরিষ্কার। কিন্তু দমবন্ধকর পরিবেশে থেকে কোনওটাই সম্ভব নয়। পরে যদি কখনও মনে হয়, আবার হয়তো ফিরে যেতে পারি।

প্র ফেডারেশন-পরিচালক দ্বন্দ্বে আপনার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অনেকেই ক্ষুব্ধ এতে। কারণ কিছু মাস আগে রাজ্যের ডাক্তাররা যে কারণে আন্দোলনে নেমেছিলেন তাতে আপনার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে কী বলবেন?

কিছু বলতে চাই না।

প্র আর এই কারণে যে তির্যক মন্তব্যগুলো আপনাকে হয়েছে বা এখনও শুনতে হয়, তার কোনও প্রভাব কি আপনার উপর পড়ে না?

কোনও প্রভাব নেই। আমার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না।



■ নিকোলা কগলান। ইনসেটে রোওলিং

রোওলিংকে একহাত

'ব্রিজরটন' সিরিজ় খ্যাত অভিনেত্রী নিকোলা কগলান একহাত নিলেন হ্যারি পটারের লেখিকা জে কে রোওলিংকে। সম্প্রতি ইউকে-র সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে মহিলাদের অধিকার নিয়ে যে আইন কথা বলে, তাতে ট্রান্সজেন্ডার মহিলাদের কোনও স্থান নেই। জন্মগতভাবে যাঁরা মহিলা, কেবল তাঁরা সেই অধিকার পাবেন। এমনিতেই রোওলিংয়ের 'ট্রান্সফোবিয়া' নিয়ে যথেষ্ট নিন্দে হয়। তার উপর এই রায় বেরোনোর পর যখন দেশ সরগরম, তিনি বলেছেন, আদালতের রায় শুনে তিনি 'উদ্‌যাপন' করছেন। হ্যারি পটারের সাতটি উপন্যাস নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিরিজ়, যাতে অভিনয় করার কথা ছিল নিকোলা কগলানের। তিনি জে কে রোওলিং-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, এই মন্তব্যের পর তিনি হ্যারি পটার সিরিজ়ে কাজ করবেন না। ট্রান্সজেন্ডার মহিলাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য রোওলিংকে তিনি ধিক্কার জানান।

আলির নতুন কাজ

রঙ্গা ও বিল্লার কেস নিয়ে তৈরি সিরিজ়ে অভিনয় করছেন আলি ফজ়ল। ১৯৭৮-এ দিল্লিতে দুই ভাইবোন সঞ্জয় এবং গীতা চোপড়াকে ধর্ষণ করে খুন করে রঙ্গা এবং বিল্লা নামের দুই দুষ্কৃতি। এই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। সম্প্রতি তার খানিক ঝলক দেখা গিয়েছে 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট' সিরিজ়েও। এবার ওই ঘটনা আরও বিশদে নিয়ে আসতে চলেছেন পরিচালক প্রসিত রায়। এই সিরিজ়ে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন আলি ফজ়ল। শোনা যাচ্ছে, সোনালি বেন্দ্রেকেও দেখা যাবে এই সিরিজ়ে। আপাতত চলছে রিসার্চের কাজ।



■ আলি ফজ়ল



‘পঞ্চকবির কন্যা’ তকমা আমার কাছে গর্বের: ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর গানজীবন পড়ল ২৬ বছরে। **ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়** মনে করেন, স্রোতের বিপরীতে হেঁটে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর কথা শুনলেন **সায়ক বসু**

প্র আড়াই দশক পেরিয়ে গেল আপনার গানজীবনের। পুরনো বাংলা গান, পঞ্চকবির গান, নাটকের গান আপনার গলায় খানিক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলা চলে। এই যাত্রাপথটাকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন?

ভালবাসার যাত্রাপথ বলা চলে। আমি তো খানিকটা স্রোতের বিপরীতে হেঁটে এই ধরনের গানকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি, সেখানে ত্যাগ ছিল, স্ট্রাগল ছিল, বেশ ঘষামাজা করতে হয়েছে। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে এখন দেশ-বিদেশে শো করছি। একটা নতুন অপেরা করছি নাটকের গান, পুরনো বাংলা গান এবং পঞ্চকবির গান নিয়ে। বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী আনিসুরজামান আমাকে ‘পঞ্চকবির কন্যা’ নাম দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারি?

প্র স্রোতের বিপরীতে চলা কেন বলছেন?

আমি তো কলেজে পড়াতাম,

ইতিহাস। পড়াশোনার জগতের মানুষ ছিলাম। গান ছিল সহজাত ভালবাসা ও পুরনো বাংলা গানের প্রতি আগ্রহ ছিল। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে, চাকরি ছেড়ে গানের জগতে চলে এলাম। কিন্তু এসে দেখলাম, এখানে দুটো স্ট্রিম আছে, গায়ক-গায়িকারা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, নয় আধুনিক। বাকি ধারার গায়ক-গায়িকারা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হয়ে থেকে গিয়েছেন। সেখানে আমি যে ধরনের গান নিয়ে কাজ করেছি, সেটা তো অনেকটা অন্য রকম!

প্র কিন্তু যখন এলেন, তখন এই ধারার গানকে বাছার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত বাছলেন না কেন, হাজার হোক, এটা তো পেশা...

আমার বাবা-মা ভাল চাকরি করতেন এবং আমি একমাত্র সন্তান। তিন বছর বয়সে প্রথম গান গাওয়া শুরু করি। কোন্নগরে আমার ছোটবেলাটা কেটেছে। সেখানেই তালিমের শুরু। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় মায়ের সঙ্গে কলকাতায় মঞ্জু গুপ্ত, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, মায়া সেনের কাছে গান শেখার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। আর পড়াশোনা তো ছিলই। কিন্তু বাবা-মা আমাকে গানের ব্যাপারে কোনওদিন বারণ করেননি। ফলে এই স্ট্রাগলটা বেছে নিয়েছিলাম।

প্র রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্তের গান... এই প্রজন্মের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য?

এখন গানটাকে না বুঝেই বহু শিল্পী গেয়ে ফেলছেন। তাঁরা হয়তো ভাবছেন, এই গানগুলো গাওয়া খুব সহজ! দেখুন, নিজের মৌলিক সৃষ্টি নিয়ে মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুলের গান, যাঁদের গান আমি মূলত গাই, তাঁদের অবিকৃত রাখাই শ্রেয়। এবং আমি অনেক সময় গানের গল্প বলে মূল গানটা গাই। সেটা মানুষের পছন্দ হয় বেশি।

প্র আপনার জগতে লবি, রাজনীতি কীভাবে চলে?

আমি কারও নিন্দে করতে চাই না। কিন্তু এটা ঠিক যে, শিল্পীরাই শিল্পীদের সবচেয়ে বেশি নিন্দে করেন। গানবাজনার জগতে এত সিন্ডিকেট, এত লবি... আমি আগে জানতাম না।



রজনীকান্ত সেনের ১৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে



দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে

প্র তাই জন্যই কি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন?

দেখুন, রাজনীতি থেকে কিন্তু আমি বেরিয়ে এসেছি। একটা সময় দেশের শাসক দলে যোগ দিয়েছিলাম বটে, সেটা খানিক বঞ্চনা থেকেই দিয়েছিলাম। কারণ রাজ্যের শাসক দল বিভিন্ন সময় আমাকে বঞ্চিত করেছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু বিজেপিতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে ইয়েস ম্যান চাওয়া হচ্ছে বেশি। আমি নিজে যেহেতু সেরকম কোনওদিন নই, তাই প্রেস কনফারেন্স করে বেরিয়ে আসি। দেখুন, আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। সেই সব ত্যাগের কাছে এটা কিছুই নয়।

প্র ত্যাগ বলতে?

আমার মধ্যে থেকে সারল্যটা একেবারে চলে গিয়েছে। এখন অনেক পরিণত হয়েছি। 'না' বলতে শিখেছি। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

প্র দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু একই পেশায় আছেন, নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে যে, স্বামীর

সহযোগিতায় আপনি গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন?

প্রথম দিকে শুনতে তো হয়েছেই। দেখুন, আমি তো ওঁর ছাত্রী ছিলাম। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই মুহূর্তে দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গবেষক সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে নেই। ফলে খুব স্বাভাবিকবাবেই ওঁর সঙ্গে আমাকে জোড়া হত। সেটা আমি প্রথম প্রথম মেনে নিতাম কারণ অত কথা বলতাম না। কিন্তু এখন আর খারাপ লাগে না। কারণ আমি জানি নিজে কী করতে পারি। আর এখন প্রকাশ্যে কথা বলতেও পারি।



■ একটি অনুষ্ঠানে দেবজিত্, ঋদ্ধি ও দীপঙ্কর দে

প্র দেবজিত্ বাবুর প্রোডাকশনে আপনি স্বাভাবিকভাবে আসেন। নয়তো গানের দিকটা ফাঁকা থেকে যায়। উল্টোটাও কি সত্যি?



■ ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

না, আমার মিউজ়িক প্রোডাকশনে দেবজিত্ স্বাভাবিকভাবে আসেন না। আগে আমাদের দু'জনের নাম এক ব্র্যাকেটে আসত। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। এই গানের অ্যাকাডেমিটা সম্পূর্ণ আমার। সেখানে দেবজিত্রে কোনও কন্ট্রিবিউশন নেই। আর আমি যে দেশ-বিদেশে শো করি, অপেরা করছি, সেটা আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই। তিন-চার বছর বয়সের ছাত্রী থেকে ৭০ বছরের ছাত্র অবধি আমার অ্যাকাডেমিতে আছে। আর ওরা সবসময় আমার সব কাজে থাকে। আমি চাই, আমি না থাকলেও, আমার এই গানের বহমানতা যেন ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে এগিয়ে যায়।

প্র আপনাদের দু'জনের যে দ্বন্দ্ব, সেটা কি শুধু প্রোফেশনাল জায়গা থেকে? নাকি সাংসারিক জগতেও তা ঢুকে পড়েছে?

জানি না। তবে হ্যাঁ, প্রোফেশনাল জায়গা থেকে দেবজিত্ খুব রিজিড মানুষ। উনি ফরম্যাট বদলাতে চান না। ওঁর আলাদা ধ্যান ধারণা। একটু প্রাচীনপন্থী। হতে পারে, ওঁর খারাপ লাগে। ওঁর ছাত্রী হঠাৎ করে ওঁকে ছাপিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। এতে খারাপ লাগা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ইগো কম। আমি প্রথম থেকেই ওঁর ব্যক্তিত্বের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিলাম। আন্তর্জাতিকভাবে দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে আমি এখন বেশি সফল। কিন্তু তা বলে মানুষটার গুণ নিয়ে তো কোনও কথা হবে না। সেদিক থেকে আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি। আমার তরফ থেকে কোনও সমস্যা নেই।





■ মলাইকা অরোরা। (ইনসেটে) সঙ্গকারার পাশে বসে খেলা দেখছেন

পাশাপাশি কাছাকাছি

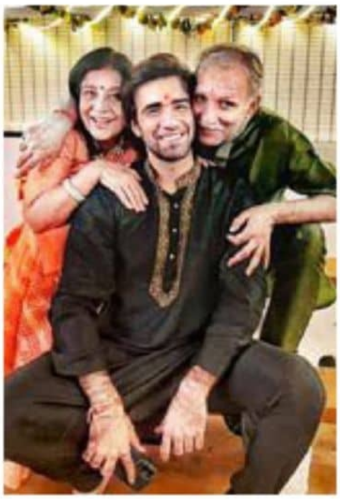
গতবছর যখন 'সিংঘম আগেন'-এর প্রচারে অর্জুন কপূরকে দেখে দর্শক 'মলাইকা মলাইকা' বলে চেঁচাচ্ছিল, তখন তিনি বলেন, 'অভি সিঙ্গল হুঁ ম্যায়ঁ'। তখনই জানা যায় তাঁর সঙ্গে মলাইকা অরোরার ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছে। এবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কুমার সঙ্গকারার সঙ্গে মলাইকার প্রেমের গুঞ্জন উঠেছে। সৌজন্যে আইপিএল। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের একটি ম্যাচে রাজস্থানের জার্সি গায়ে ডাগ-আউটে পাশাপাশি বসে গল্প করতে দেখা যায় সঙ্গকারা ও মলাইকাকে। সঙ্গকারা রাজস্থানের প্রাক্তন কোচ এবং বর্তমানে ডিরেক্টর। তিনি ডাগ-আউটে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মলাইকার উপস্থিতি প্রশ্ন তুলছে, তাঁর মনের মানুষ কি এখন সঙ্গকারা?

মায়ার খেলা

আজকাল কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, কাদের প্রেম ভেঙে যাচ্ছে, বুঝতে গেলে সোশ্যাল হ্যান্ডলে নজর রাখতে হয়। এই প্রজন্মের তারকারা এই বিষয়ে একেবারেই ছেলেমানুষ! ঝামেলা হলেই... বিষয়টা খোলসা করি। শুভমন গিল এবং সারা তেন্ডুলকরের প্রেম নিয়ে তো জল্পনার শেষ নেই। প্রেমের সম্পর্ক সামনে এসেছিল সোশ্যাল হ্যান্ডলে লন্ডনের একই জায়গায় দু'জনের আলাদা-আলাদা ছবির মাধ্যমে। পরে অবশ্য পাপারাৎজি ভিডিয়ো-টিডিয়ো... সে অনেক ব্যাপার। এই ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতেই মাসখানেক আগে মডেল-নৃত্যশিল্পী অভনীত কউরের ছবি ভাইরাল হয়, শুভমনের সঙ্গে। ব্যস, ইনস্টাগ্রামে পরস্পরকে আনফলো করে দিলেন শুভমন ও সারা। তৃতীয় ব্যক্তির আগমনেই এই আচরণ কি? উত্তর সময়ের গর্ভে।



■ শুভমন গিল ও সারা তেন্ডুলকর











■ ‘খাকি: বিহার চ্যাপ্টার’-এর একটি দৃশ্য



■ ‘মডগাঁও এক্সপ্রেস’-এ প্রতীক গান্ধী, অবিনাশ ও দিব্যেন্দু শর্মা

আপনি তো বছরদুয়েক হল একা থাকা শুরু করেছেন। কেমন লাগছে এই জীবনটা?

প্রথম-প্রথম অদ্ভুত লাগত। এতবছর মা-বাবার সঙ্গে থেকেছি। একটা সময় অবধি তো যৌথ পরিবারে থাকতাম। এখনও সব অনুষ্ঠানে পুরো পরিবার একত্রিত হয়। পুরো পরিবারে দিদি এবং বোনেদের মধ্যে আমি একা ছেলে। আমি বান্দ্রাতে ফ্ল্যাট কিনেছি বছরদুয়েক হল। তারপর থেকে একা থাকি। আমার বাড়ির নাম ‘আফটার পার্টি’। কারণ স্কুল-কলেজ, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায়ই পার্টি করি। তবে মা-বাবা কাছেই থাকে। আমি চলে যাই বাড়ি, ওরাও চলে আসে। এখন একা থাকা এনজয় করি। তবে ফুড ডেলিভারি অ্যাপে আমার প্রচুর টাকা চলে যায় তারপর থেকে! পার্টি হোস্ট করতে ভালবাসি, বন্ধুদের খাওয়াতেও। আমার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলেছে, ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ডিলিট করে দিতে।

আপনি এত সুদর্শন, কিন্তু আপনার প্রেমজীবন নিয়ে কিছু জানা যায় না। বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবলেন? সম্প্রতি একটি ওয়েডিং-ওয়্যার ব্র্যান্ডের মুখ হয়েছেন, যে ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন করলে লোকের বিয়ে হয়ে যায়। বিরাট-অনুষ্কা, আলিয়া...

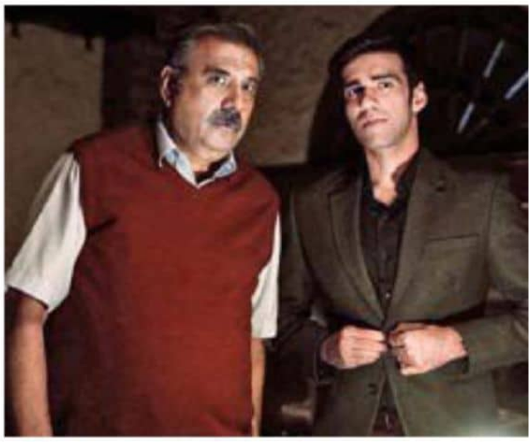
আর বলবেন না! এই বিজ্ঞাপনে আমাকে বরবেশে দেখে মা সেই হোর্ডিংগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। যেন আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে! প্রেম তো অনেক হয়েছে, তবে এখন আমি সিঙ্গল। কেরিয়ারের মতো বিয়ে নিয়েও আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। আমি রিল্যাক্সড থাকি।

আর এরপর কী কাজ করছেন?

গতবছর তো খুবই কর্মবহুল গেল। ‘মডগাঁও এক্সপ্রেস’, ‘সিকন্দর কা মুকদ্দর’, ‘মেহতা বয়েজ়’। তার আগের বছরও এভাবেই কেটেছে। এবছর ইমতিয়াজ় আলি স্যারের সঙ্গে আবার কাজ করছি একটি সিরিজ়ে, নাম ‘ও সাথী রে’। আমি, অদিতি রাও হায়দরি এবং অর্জুন রামপাল মুখ্য ভূমিকায়। আরও কয়েকটি কাজ শুরু করছি, যেগুলো নিয়ে আপাতত কথা বলা বারণ।

শেষ প্রশ্ন। এখন চর্চা হচ্ছে, সিনেমা হলে লার্জার দ্যান লাইফ অ্যাকশন ছবি ছাড়া চলছে না। কিন্তু ‘মডগাঁও...’ বা ‘ল্যায়লা মজনু’ রমরমিয়ে চলেছে। এই বিষয়ে কী মনে হয় আপনার?

এই যে অ্যাকশন ছবি নিয়ে হইচই হচ্ছে, ছবি কত ব্যবসা করছে, সেই ফিগার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা, মানুষের মধ্যে ক্রেজ় তৈরি করা তো একটা স্ট্র্যাটেজি। আজ যদি আমি বলি, অমুক ছবি এত ব্যবসা করছে, তা হলে মানুষের মনে হবে, আমরাও যাই দেখতে, কেন পিছিয়ে পড়ব? ওটিটি-ও সেটাই করছে। আপনি যে-কোনও ওটিটি খুললে দেখবেন ‘রেকমেন্ডেশন’। আমি নিজের পছন্দের



■ ‘মেহতা বয়েজ়’-এ বোমন ও অবিনাশের জুটি

কনটেন্ট খুঁজে নেব। তুমি কেন আমাকে সাজেশন দেবে? আগে যখন আমরা নিজের পছন্দের ডিভিডি জোগাড় করতাম, তার মধ্যে আলাদা মজা ছিল। কিন্তু এখন মানুষের মুখে ঠুসে দেওয়া হচ্ছে খাবার, সেটাই খেতে হবে। তবে সুযোগ পেলে তো মানুষ ‘ল্যায়লা মজনু’-ও দেখছে দিব্যি! সেই স্বাধীনতাই মার্কেট কেড়ে নিচ্ছে।

হৃদয়ে লেখা নাম রয়ে যাবে না

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

হৃদয় বড় ব্যাকুল হয় সময়-অসময়ে। কখন কার প্রতি যে অনুরক্ত সে! আসলে এই বঙ্গের তারাদের যা মতিগতি, তাতে তাদের হৃদয়ের তল স্বয়ং মদনদেবও পান বলে মনে হয় না। একবার সে এ প্রান্তে ধায়, তো পরক্ষণেই অপর প্রান্তে। থিতু হওয়ার কথা সে ভাবে না। কারণ তাতে যদি শিল্পসৃষ্টির ধারা বিঘ্নিত হয়! সেই কারণেই তো এখন প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছে অভিনেতা গডম্যান। স্ত্রী এবং কন্যাদের ছেড়ে আসার পর সে এখন মুক্তবিহঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। এমনিতে তার প্রতিভা অনেক। বঙ্গের বাইরে তার অভিনয়-দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন এখানে সে এতটাই দুঃখে থাকে যে, রাতে পরিচিত হোক বা স্বল্প পরিচিত... যে কেউ ডাকলেই সুরারসে নিমজ্জিত হতে চলে যায়। এবং এই রসের আধারে যেটা হয়... মদন বাণ নিক্ষেপ করে। তখন গডম্যানের প্রেম যায় বেড়ে। সে তখন বঙ্গের বড়-ছোট সব মডেলকে বার্তা পাঠাতে থাকে। আর এই ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ঝিঝি খেলা। সে তারকাদের ঝিঝি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাই তার দরকার চিয়ারলিডার... এই মর্মে সকলের কাছে তদ্বির করে। তাতে অবশ্য দু'জন ছোট মডেলই সাড়া দিয়েছে। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাওয়ার আকুলতায় গডম্যানের দুঃখ গিয়েছে কমে। দেখা যাক, আরও কিছু মাছ জালে পড়ে কি না।

অবশ্য মাছ জালে ধরার অপেক্ষা করতে হয় না সৃষ্টিঠাকুরকে। সে আপন খেয়ালেই মত্ত। ওপারের বঙ্গললনা এখন তার স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলেও একসঙ্গে থাকে না। সে আবার হৃদয় আগের মতো বড় করে ফেলেছে। সেখানে স্থান অনেকের। হালে সেই কোটরে স্থান পেয়েছে এক নবীন গায়িকা। সেই গায়িকাকে দিয়ে গান গাইয়েছে সৃষ্টিঠাকুরই। ফলে যা হয়, প্রেম বেড়েছে। যদিও সৃষ্টি এই প্রেমকে একেবারে সামনে আনতে চায় না। আসলে এই গায়িকার পিতাই সৃষ্টির বর্তমান স্ত্রীর সিনেমার প্রযোজক। ফলে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই... ব্যাপারটা জানাজানি হলে কী কেলেঙ্কারিই না হবে!





কিলবিল সোসাইটি

7/10

‘কোয়ার্কি’ সৃজিতের প্রত্যাবর্তন

পরিচালনা: সৃজিত মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, সন্দীপ্তা সেন, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ

‘কিলবিল সোসাইটি’র এন্ট্রি মোটেই ষড়যন্ত্রী নয়। ‘বাইশে শ্রাবণ’ থেকে ‘দ্বিতীয় পুরুষ’-এ যেমন এদিক ওদিক অযৌক্তিক কিছু তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তেমনটা ‘কিলবিল সোসাইটি’-তে হয়নি। ১৩ বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘হেমলক সোসাইটি’র শেষে সিকোয়েলের একটি সুতো ছাড়া ছিল। সেটাই ধরলেন পরিচালক। পূর্ণা আইচ (কৌশানী) সমাজমাধ্যমের জনপ্রিয় এক ইনফ্লুয়েন্সার। সিনেমায় সদ্য পাওয়া জনপ্রিয়তার স্বাদ উপভোগ করার সময়ে তার জীবনে নেমে আসে এমন এক ‘লজ্জা’, যে মৃত্যুকেই অন্তিম পথ হিসেবে বেছে নেয়। ভাড়া করে কনট্র্যাক্ট কিলার অন্তরীপ ওরফে মৃত্যুঞ্জয় (পরমব্রত) করকে। ট্রেলার থেকেই স্পষ্ট যে আনন্দ কর ‘হেমলক’ নয়, এখন ‘কিলবিল সোসাইটি’ চালায়, খদ্দেরকে তার সদিচ্ছায় জীবন বৈতরণী পার করে দেয়। তার এই সুপারি কনট্র্যাক্টে প্যাকেজ করা রয়েছে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া থেকে নিয়মভঙ্গের মেনু পর্যন্ত! যদিও এই ছবিতে জঁরের ওভারল্যাপ রয়েছে, তবু রোম্যান্টিক কমেডি বা স্যাটায়ার জঁরে উপাদান ছবিতে রয়েছে প্রচুর। সম্প্রতি কৌশানীর অভিনেত্রী সত্তার নবজাগরণ চর্চিত। পূর্ণা চরিত্রে কৌশানী পরিসর এবং সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। আনন্দ থেকে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠা পরমব্রত অনবদ্য। যে সংলাপ খারাপ অভিনয়ের জন্য ‘ওভারস্মার্ট’ মনে হওয়ার আশঙ্কা ভরপুর ছিল, তা পরমের গুণে বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছে। সন্দীপ্তা নিজের ‘ব্যাডঅ্যাস’ অবতার দেখিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে। তবে অভিনয়ের ভারে ছবিটিকে কমেডির দিকে খানিক হেলিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনাথ বসু। তাঁর ‘পেটকাটা ষ’ স্বতন্ত্র। তাঁর চরিত্রের যোগ্য সঙ্গত করেছে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর ‘সামাজিক’ আবহসঙ্গীত। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় যথাযথ। তবে ‘হেমলক সোসাইটি’র গানের মতো মনে দাগ কাটে না তার সিকোয়েলের গান। অহেতুক ‘টুইস্ট’ না দিয়ে পরিচালক মনোনিবেশ করেছেন ড্রামা, হিউমর, কান্না-হাসির মুহূর্তের কোলাজ তৈরিতে। আর সেখানে তিনি সফল।

পুরাতন

6/10

অনবদ্য শর্মিলা

পরিচালনা: সুমন ঘোষ
অভিনয়: শর্মিলা ঠাকুর, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

পুরনো ব্যাঙ্কের পাশবই, একটি চাঁদার বিল, পুরনো ছবি, ভাঙা হারমোনিয়াম, লাঠি নিয়েই যাবতীয় মনোজগত তাঁর। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত এক বৃদ্ধা সবসময় খুঁজে বেড়ান তাঁর পুরনো সময়কে। বেঁচে থাকতে চান তার মাঝেই। সন্তান ঋতিকা বড় হয়ে গেলেও, তিনি শৈশবের মামণিকেই আদর করতে চান। অন্যদিকে এক ফোটোগ্রাফার স্বামী নিঃসঙ্গতা থেকে নতুন বিয়ে করলেও, রাতের অন্ধকারে খুঁজে বেড়ায় তার মৃতা স্ত্রীকে। ছবিতে, গল্পে... ফিরে আসে স্মৃতি। সুমন ঘোষের ‘পুরাতন’ আসলে আবেগময়তার সিনেমা। নতুন এবং পুরনোর মেলবন্ধনের ছবি। সেই মেলবন্ধন মনে করিয়ে দেন শৈশবকে। অতীতকে। কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। এই ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ধরা দেন অচেনা অবয়বে। তাও যেন কতদিনের চেনা। ম্যাজিকের মতো। এক ক্লোজ় আপ শটে

শর্মিলার বলিরেখা, শিরা-ধমনীর জালবিন্যাস সম্পৃক্ত হয়ে যায় প্রাচীন বৃক্ষের শিকড়ের সঙ্গে। শিরা আর শিকড়ের এই সূক্ষ্ম মেলবন্ধন ভাঙা-গড়ার জীবনবৃত্তকে সম্পূর্ণ করে। এই গভীর জীবনবোধকে সুমন সেলুলয়েডে যে ভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। মা আর প্রেম, সম্পর্কের দু'জায়গায় সংশয় নিয়ে লড়াই করে চলে ঋতুপর্ণার চরিত্র। মনের এই ভীষণ লড়াই, সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে, তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। পুরনো আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে একান্ত স্মৃতির উপকরণগুলোকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ, মায়ের জন্মদিনে মাকে সে সব ফিরিয়ে দিয়ে যে আবেগঘন মুহূর্ত নির্মাণ করেছেন ঋতুপর্ণা, তা এক কথায় অনবদ্য। যে মুহূর্তে তিনি অস্ফুটে বলে ওঠেন 'মা ওয়াজ় নেভার আ উওম্যান উইথ মিস্ট্রিজ়'... তখনই মা-মেয়ের অন্তরের সম্পর্কে কোথাও চিড় ধরে। এই ছবিতে রক্তমাংসের চরিত্ররা যেমন বাঙ্ময়, তেমনই বাঙ্ময় কিছু প্রাণহীন বস্তুও। সুমনের মুনশিয়ানায় সেসব কিছুই প্রাণ পেয়েছে।



কেসরী চ্যাপ্টার টু: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ জালিয়ানওয়ালাবাগ

6.5
10

ইতিহাসকে ফিরে দেখা

পরিচালনা: করণ সিংহ ত্যাগী
অভিনয়: অক্ষয়কুমার, আর.মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে, কৃশ রাও, রেজিনা ক্যাসন্ড্রা, স্টিভেন হার্টলে, সিমন পাইসলে ডে

ইতিহাস নির্ভর ছবি নিয়ে দর্শকদের আতঙ্ক হালফিলে নতুন কিছু নয়। ইতিহাসকেন্দ্রিক ছবি মানেই, আশায় জল ঢালার মতো ব্যাপার। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড'র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক ঘটনা। সেই ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে ভারতীয়দের সামনে আনল 'কেসরী চ্যাপ্টার টু'। এই ছবির চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনা,সর্বোপরি অভিনয়... খামতি নেই কিছুতেই। কোনও অতিনাটকীয়তা নয়, প্রতিটি দৃশ্যই যত্ন সহকারে সাজানো। গল্পে কিছু হেরফের



তো রয়েছেই। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ওই ছোট্ট ঘেরা মাঠে ব্রিটিশ সেনাদের গুলি চালানোর ঘটনাকে যেভাবে পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে, তা শুরুতেই এগিয়ে দেয় ছবিটিকে। যেভাবে চিত্রনাট্যকে সাজানো হয়েছে, তাতে সব দৃশ্যই মনে রাখার মতো। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে, ১৩ বছরের পার্গত যেভাবে সবাইকে কুঁয়োয় ঝাপ দিতে বারণ করে, তারপর সেই দৃশ্যই কাগজে এঁকে প্রতিবাদ জানায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের বন্ধ লোহার গেট ভেঙে সকলের প্রাণে বাঁচার আপ্রাণ প্রচেষ্টাসহ কোর্টরুমের একাধিক দৃশ্য... এভাবেই ছোট ছোট মুহূর্ত প্রাণ এনে দেয় ছবিতে। চিত্রনাট্যের জন্য সিনেমাটোগ্রাফার দেবজিৎ রায়ের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে ছবির আসল প্রাণভোমরা অক্ষয়কুমার। শেষ কয়েক বছরে ফ্লপ ছবির তালিকায় নাম লিখিয়েছেন তিনি। প্রতি ছবিতেই তাঁর অতিরিক্ত অ্যাকশন কিংবা অতিরিক্ত কমেডি মেকি লাগত। 'কেসরী টু' এক অন্য অক্ষয়কুমারকে তুলে ধরেছে। পরাধীন দেশের দক্ষ ভারতীয় আইনজীবী সি. শঙ্করন নায়ারের চরিত্রে অক্ষয়ের ক্ষুরধার অভিনয় অভাবনীয়। সংলাপ বলার ধরন থেকে শুরু করে প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। একটা সামান্য কোর্ট রুম ড্রামা হতে পারত এই ছবি। কিন্তু সেই কোর্ট রুমেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য শঙ্করন নায়ার যেভাবে ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তা দেখিয়েছেন অক্ষয়। মেদহীন চিত্রনাট্যে ভর করে নিজ গুণে এগিয়ে যায় এই ছবি। প্রতিপক্ষ নেভিল ম্যাকেনলির চরিত্রে মাধবনের অভিনয়ও প্রশংসাযোগ্য। নেগেটিভ চরিত্রে মাধবন যে অসামান্য, 'শয়তান' ছবিটি তার প্রমাণ। অনন্যা পাণ্ডেও অনবদ্য। স্বল্প পরিসরে কৃশ রাওয়ের অভিনয় প্রমাণ করেছে, আগামী দিনে তিনি বড় মাপের অভিনেতা হতে পারেন। অল্প উপস্থিতিতে নিজেদের যথাযথ ভাবে মেলে ধরেছেন সকলেই।

জাট

5.5
10

সাধারণ গল্পে অ্যাকশনই হিরো

পরিচালনা: গোপীচাঁদ মলিনেনী
অভিনয়: সানি দেওল, রণদীপ হুডা, রেজিনা কাসেন্ড্রা,মকরন্দ দেশপাণ্ডে

'জাট' হল 'ওয়ান ম্যান অ্যাকশন শো' গোছের ছবি। মুখ্য চরিত্রে সানি দেওল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভরপুর অ্যাকশন, ধামাকা... যাকে বলে একেবারে মশলাদার ছবি। অ্যাকশন যাদের পছন্দ, তাদের এই ছবি হতাশ করবে না কোনওভাবেই। যদিও সিনেমার গল্প অত্যন্ত সাধারণ মানের। অ্যাকশনই এই ছবির আসল

হিরো। সেটি যথাযথভাবে পর্দায় তুলে ধরেছেন সানি, রণদীপ ও অন্যান্যরা। সিনেমার মূল গল্প, শ্রীলঙ্কা থেকে আসা কিছু জঙ্গি ভারতে প্রবেশ করে। অবশ্যই অবৈধ অনুপ্রবেশ। এই জঙ্গিদের মাথা রণতুঙ্গার চরিত্রে রয়েছেন রণদীপ। তাঁর অত্যাচারে ভীত সকলে। তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এক ভারতীয় সৈন্য। সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল। সিনেমার মিউজ়িক খুবই ভাল। সংলাপ বেশ রোমহর্ষক। চরিত্ররাও যথাযথ। কিন্তু আরও বেশি নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল প্রতিটি চরিত্রকেই। প্রশংসা জানাতে হয় টেকনোলজির কারিগরকে।



ঠেসে দিয়েছেন। সিরিজ়ের বিষয়বস্তু ভার্বাল অ্যাবিউজ় ও পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা... এই বিষয়টি সকলেই জানেন। তবুও তা বারবার মনে করিয়ে দেওয়ায় একটু একঘেয়ে লাগে। ক্লাইম্যাক্সে একটি কোর্টরুমের দৃশ্য আছে, সেটি গল্পের নিরিখে বেশ জোরদার। কারণ অ্যাবিউজ়ারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগাতেই তো পারেন না অনেকে! জয়া শেষমেশ যে সেটি পেরেছে, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবহনকারী। তবে বিষয়টি জরুরি হলেও, ট্রিটমেন্ট একটু বেশিই মেলোড্রামাটিক। এই সিজ়নের অন্যতম প্রাপ্তি দীপঙ্কর দের অভিনয়।

OTTগ্রাফ



লজ্জা ২

5/10

বিষয়টি ভাবায়

পরিচালনা: অদিতি রায়
অভিনয়: প্রিয়াঙ্কা সরকার, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, অনিন্দিতা বসু, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘লজ্জা ১’ দেখতে গিয়ে সিরিজ়টির যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি বিষয় বাহবা দেওয়ার মতো মনে হয়েছিল। তা হল, ভার্বাল অ্যাবিউজ় বা মৌখিক হিংসার মতো তুলনায় অবহেলিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা। গার্হস্থ্য হিংসা মানে এখনও অনেকেই ধরে নেন তা শারীরিক অত্যাচারের নিদর্শন বহন করবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত অপমান, লাঞ্ছনা, কটূক্তি, গালিগালাজ যে কী অপরিসীম ক্ষতি করতে পারে উলটোদিকের মানুষটির, তা তুলে ধরা হয় সিরিজ়টিতে। সমস্যা হল, ‘লজ্জা ২’-এ এই বিষয়টিই যেন একটু চড়াদাগে পরিবেশিত হয়েছে। খানিক একঘেয়েমিও এসেছে সে জন্য। মূল চরিত্র জয়ার (প্রিয়াঙ্কা) উপরে তার স্বামী পার্থ সিনহার (অনুজয়) নিরলস গালিবর্ষণ দেখতে দেখতে মনে হয়, রুখে দাঁড়াতে এতটাও সময় লাগে? পুরুষতন্ত্রের আস্ফালন এতটাও জোরালো যে দিনের পর দিন এমন ব্যবহার করেও একজন পার পেয়ে যায়? বলতে বাধা নেই, এই জিনিসটিতেই সিরিজ়ের সবক’টি পর্ব শেষ হয়ে যায়। পার্থর মৌখিক অত্যাচার ও পরিবারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পাশাপাশি যোগ হয় তার উকিল বন্ধুর রহস্যমৃত্যু ও তাতে জয়াকে সাসপেক্ট হিসেবে চিহ্নিত করা। তবে ছ’টি পর্বে শুধুমাত্র ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নয়, বরং অসংখ্য বিষয়কে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। জয়ার বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির পরিস্থিতি, মেয়ের ক্রাইসিস, জয়ার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক, পার্থর অ্যাবিউজ়িভ হয়ে ওঠার পিছনে সম্ভাব্য কারণ...সব তিনি স্বল্প পরিসরে



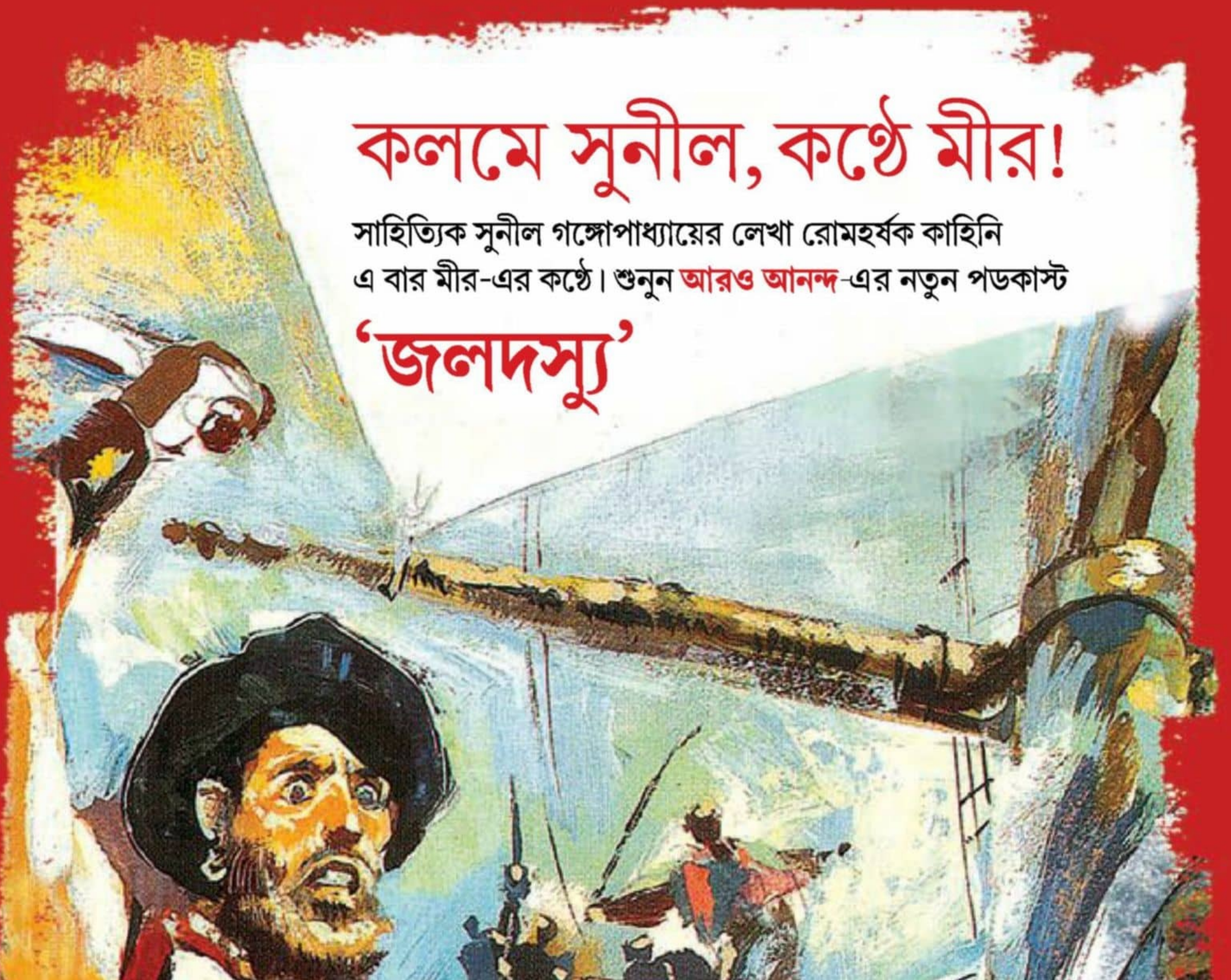
জিম্মি

6/10

বেশ মনোগ্রাহী

পরিচালনা: আশফাক নিপুন
অভিনয়: জয়া আহসান, ইরেশ জ়াকর, শাহরিয়ার নাদিম

বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পালাবদলের সময়কে সিরিজ়ে ধরেছেন পরিচালক। সেই পালাবদলের প্রেক্ষিতেই রুমা লায়লার জীবনের পরিবর্তনের গল্প ধরা হয়েছে। কী বলা যায় এমন ছবিকে? একটি অন্যায়কে ঢাকতে ছবির মূল চরিত্র ক্রমাগত মিথ্যার জাল বোনে। মিথ্যার আবরণে নিজেকে আড়াল করতে চায় তার স্বামীও। টাকা হারানোর সঙ্গে লায়লার জীবনে এসে পড়ে গুন্ডাদের হুমকি, লোভী এবং ষড়যন্ত্রপ্রবণ সহকর্মীদের ক্ষুরধার সন্দেহ। রাজনীতি এখানে একাধারে প্রেক্ষিত এবং অনুঘটক। তবে ‘মহানগর’-এর পরিচালকের কাছ থেকে অন্তিমপর্বে কিছু ‘টুইস্ট’ আশা করা গিয়েছিল। যে তালে ছবিটি শুরু হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত যেন সেই গতি বজায় থাকে না। যদিও জয়া ভাল অভিনয় করেছেন।


কলমে সুনীল, কণ্ঠে মীর!
সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা রোমহর্ষক কাহিনি
এ বার মীর-এর কণ্ঠে। শুনুন আরও আনন্দ-এর নতুন পডকাস্ট
'জলদস্যু'
sosideas


আরও
আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative


আরও আনন্দ | ORIGINALS
শ্যামল দত্ত চৌধুরী-র গল্প 'নিশুতিরাতের ঢাকি' অবলম্বনে
ঢাকি
পরিচালনা : সর্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় | পরিবেশনা : অভিরূপ ঘোষ
আরও ভয়, আরও শিহরণ, আরও আতঙ্ক...
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই আরও ওয়েব সিরিজ় সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas